ইসলামের অ-আ-ক-খ

আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাত সম্পর্কিত আকীদা

১ নং আকীদা ঃ আল্লাহ এক, তাঁর যাত (ব্যক্তিসত্ত্বা), সিফাত (গুনাবলী), কার্যাবলী, হুকামাদি ও নাম সমূহের মধ্যে কোন শরীক নেই। তিনি ওয়াজিবুল ওজুদ অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য। তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন। ইবাদত বা উপাসনার তিনিই একমাত্র যোগ্য।

২ নং আকীদা ঃ তিনি কারও পারওয়া করেন না এবং কারও মুখাপেক্ষীও নন বরং সমগ্র জাহান তাঁরই মুখাপেক্ষী।

৩ নং আকীদা ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহর যাত সম্পর্কে জানা অসম্ভব। কারণ যে জিনিসটা ধারণায় আসে, সেটা জ্ঞানের আওতায় এসে যায়। অথচ কেউ তাঁর যাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেনা। অবশ্য তাঁর কার্যাবলীর মাধ্যমে সিফাত সম্পর্কে এবং সেই সিফাতের মাধ্যমে তাঁর যাত সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়।

৪ নং আকীদা ঃ আল্লাহর সিফাত তাঁর যাতের অন্তর্ভূক্ত নয়, আবার বহির্ভূতও নয় অর্থাৎ সিফাত তাঁর যাতের বা সত্বার নাম নয়। তবে তাঁর যাতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৫ নং আকীদা ঃ আল্লাহর সিফাত বা সত্বার ন্যায় তাঁর সিফাত বা গুনাবলী অনাদি, অনন্ত ও চিরস্থায়ী।

৬ নং আকীদা ঃ তাঁর সিফাত মখলুক বা সৃষ্ট নয় এবং কুদরতের পর্যায়ভুক্তও নয়।

৭ নং আকীদা ঃ আল্লাহর যাত ও সিফাত ব্যতীত সব সৃষ্ট অর্থাৎ আগে ছিল না, পরে হয়েছে।

৮ নং আকীদা ঃ আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীকে যে সৃষ্ট বা অস্থায়ী বলবে, সে গোমরাহ ও ধর্মদ্রোহী।

৯ নং আকীদা ঃ যে জগতের কোন কিছুকে চিরস্থায়ী মনে করে বা অস্থায়ী হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, সে কাফির।

১০ নং আকীদা ঃ তিনি কারও বাপও নন, বেটাও নন এবং তাঁর কোন স্ত্রীও নেই। যে তাঁর বাপ বা বেটা আছে বলে বা তাঁর স্ত্রী আছে বলে দাবী করে, সে কাফির। এমনকি তা সম্ভবপর বললেও গোমরাহ ও ধর্মদ্রোহী হিসেবে গণ্য হবে। (সংকলিত) *(ধারাবাহিক)*

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাত সম্পর্কিত আক্বীদা

১১ নং আক্বীদা ঃ তিনি জীবিত অর্থাৎ তিনি স্বয়ং জীবিত এবং সবার জিন্দেগী তাঁর উপরই নির্ভরশীল। তিনি যাকে যখন চান, জীবিত করেন এবং যখন ইচ্ছা করেন মৃত্যুদান করেন।

১২ নং আক্বীদা ঃ যে জিনিষটি অসম্ভব, এর থেকে আল্লাহ তাআলা পাক। অসম্ভব ওটাকে বলা হয়, যা হতে পারেনা। যেটা কুদরতের অধীন, সেটা মওজুদ হতে পারে এবং সেটাকে অসম্ভব বলা যায় না। যেমন দ্বিতীয় খোদা অসম্ভব অর্থাৎ হতে পারে না। যদি এটা কুদরতের অধীন মনে করা হয়, তাহলে অসম্ভব রইলো না। কিন্তু একে অসম্ভব মনে করা না হলে, খোদার একত্বকে অস্বীকার করা হয়। অনুরূপ আল্লাহ তাআলার বিলীন হওয়াটা অসম্ভব। কিন্তু একে যদি আল্লাহর কুদরতের অধীন মনে করা হয়, তাহলে আল্লাহর উলুহিয়ত বা খোদায়ীত্বকে অস্বীকার করা হয়।

১৩ নং আক্বীদা ঃ খোদার কুদরতের প্রত্যেক কিছু মওজুদ হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য কোন সময় বাস্তবায়িত না হলেও সম্ভবপর হওয়াটা জরুরী।

১৪ নং আক্বীদা ঃ তিনি প্রত্যেক সুন্দর ও কামালিয়াতের প্রাণকেন্দ্র। তিনি দোষ-ত্রূটি থেকে মুক্ত অর্থাৎ তাঁর মধ্যে দোষ-ত্রূটি পাওয়া যাওয়াটা অসম্ভব। এমনকি 'পরিপূর্ণও নয়, ত্রূটিপূর্ণও নয়'— এ রকম হওয়াটা অসম্ভব। যেমন মিথ্যা, ধোকাবাজী, ওয়াদাভঙ্গ, অত্যাচার, অজ্ঞতা, নির্লজ্জতা ইত্যাদি দোষ তাঁর থেকে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। 'আল্লাহ মিথ্যা বলার ক্ষমতা রাখে'— এ রকম বলা মানে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা এবং আল্লাহকে দোষী সাব্যস্ত করা তথা অস্বীকার করা বোঝায়। আর অসম্ভব বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান না হওয়া মানে কুদরতের দূর্বলতা মনে করাটা বাতুলতা মাত্র। উছুলে বযদবীর ২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, এতে কুদরতের কোন দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে না, দূর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে ওসব অসম্ভব বিষয়সমূহের যাদের মধ্যে কুদরতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার যোগ্যতা নেই।

১৫ নং আক্বীদা ঃ হায়াত, কুদরত, শোনা, বাকশক্তি, ইলম ও ইচ্ছা হচ্ছে তাঁর নিজস্ব সিফাত বা গুণাবলী। কিন্তু কান, চোখ, মুখ দিয়ে শোনা, দেখা ও কথা বলা নয়। কেননা এগুলো হচ্ছে সাকার। কিন্তু আল্লাহ সাকার থেকে পবিত্র। অথচ তিনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর আওয়াজ শোনেন এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তু, যা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও দেখা যায়না, তিনি তা দেখেন। তাঁর দেখার জন্য ওসব কিছুর প্রয়োজন হয় না। তিনি প্রত্যেক কিছু দেখেন ও শোনেন।

১৬ নং আক্বীদা ঃ অন্যান্য সিফাতের ন্যায় আল্লাহর কালাম বা বাকশক্তিও কদীম ব অনাদি এবং তা হাদেস ও মখলুখ বা সৃষ্ট নয়। যে কুরআন করীমকে সৃষ্ট মনে করে, সে আমাদের ইমাম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য ইমামদের মতে কাফির বলে বিবেচ্য। সাহাবায়ে কিরাম থেকে এটা প্রমাণিত আছে।

১৭ নং আক্বীদা ঃ তাঁর কালাম বা বাক শক্তি আওয়াজ থেকে পবিত্র। আমরা যে কুরআন শরীফ স্বীয় মুখ দিয়ে তেলাওয়াত করি ও কাগজে লিখি, এর বাণী অনাদি ও উচ্চারণহীন। আমাদের এ তিলাওয়াত, লিখা ও উচ্চারণ হলো হাদেস বা সৃষ্ট। অর্থাৎ আমাদের পড়াটা হাদেস কিন্তু যেটা আমরা পড়েছি সেটা হচ্ছে কদীম। আমাদের লিখাটা হচ্ছে হাদেস কিন্তু আমরা যা লিখেছি তা হচ্ছে কদীম; আমাদের শোনাটা হাদেস, কিন্তু যা শোনেছি, তা কদীম। আমদের মুখস্থ করাটা হাদেস কিন্তু যা আমরা মুখস্থ করেছি তা কদীম। যেমন আলোটা কদীম কিন্তু ঔজ্জ্বল্যটা হাদেস। *(ধারাবাহিক)*

পত্রিকা প্রকাশনার কাজে আর্থিক সাহায্যকারির তালিকা

- মোহাঃ আতাউর রাহমান, ফেন্সী সু হাউস, এল.আই.সি. মার্কেট, কালিয়াচক।
- মাসিদুর রহমান, সু প্লাজা, এল.আই.সি. মার্কেট, কালিয়াচক।
- দোস্ত মোহাম্মাদ, সু কর্ণার, এল.আই.সি. মার্কেট, কালিয়াচক।
- এসারুদ্দিন, আফসানা ক্লথ স্টোর্স, ৫তলা মসজিদের পাশে, কালিয়াচক।
- তামিম স্টোর্স (হাজীদের সামান বিক্রেতা), সাইদুল ডাক্তারের চেম্বারের পিছনে, কালিয়াচক।

সুন্নীয়াতের সেবায়—
মাদ্রাসা গৌসিয়া
ফাসিহিয়া মাদীনাতুল উলুম
খালতিপুর, পোঃ বাহাদুরপুর,
জেলা মালদহ, (পঃ বঃ)
দূরাভাষ ঃ ৯৭৭৫২৯২৩০৫ (সম্পাদক)
একে সহযোগীতার জন্য এগিয়ে আসুন।
A/C-131080030757 মালদা ডিসট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাত সম্পর্কিত আক্বীদা

১৮ নং আক্বীদা ঃ তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন বস্তু নেই। অর্থাৎ আংশিক-সামগ্রিক, বর্তমান-অবর্তমান, সম্ভব-অসম্ভব, সবকিছুই অনাদিকাল থেকে জানেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত জানবেন। প্রতিটি জিনিষ পরিবর্তন হয় কিন্তু তাঁর জ্ঞান পরিবর্তন হয়না। তিনি মনের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কেও জ্ঞাত। তাঁর জ্ঞানের কোন শেষ নেই।

১৯ নং আক্বীদা ঃ তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত। সত্ত্বাগত জ্ঞানের অধিকারী হওয়াটা একমাত্র আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য। যেই ব্যক্তি সত্ত্বাগত অদৃশ্য বা দৃশ্য জ্ঞান খোদা ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রমাণ করে, সে ক্বাফির।

২০ নং আক্বীদা ঃ তিনি প্রত্যেক কিছুর সৃষ্টিকর্তা। বস্তু হোক বা কর্ম হোক সবকিছু তাঁরই সৃষ্ট।

২১ নং আক্বীদা ঃ আসল রিজিক দাতা হচ্ছেন তিনি, ফিরিশ্‌তা ও অন্যান্যগণ হচ্ছে বাহক ও পরিবেষক।

২২ নং আক্বীদা ঃ তিনি ভালমন্দ প্রত্যেক কিছু তাঁর অনাদি জ্ঞান অনুসারে নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন। যার যেই হওয়ার ছিল এবং যার যেই রকম করার ছিল, তিনি স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা অবগত হয়ে সেই রকমই লিখে রেখেছেন। তাই এ রকম বলার কোন অবকাশ নেই যে, যেই রকম তিনি লিখে দিয়েছেন, সে রকম আমাদেরকে করতে হচ্ছে। আসলে আমরা যে রকম করার ছিলাম, সেই রকমই লিখে দিয়েছেন। জায়েদের বেলায় পাপ লিখা হয়েছে, যেহেতু সে পাপাচারী হবার ছিল। যদি পূণ্যবান হতো, তাহলে নিশ্চই পূণ্য লিখা হতো। তাই তাঁর এ জ্ঞান বা লিখা কাউকে বাধ্য করেননি।

তকদীরের অস্বীকারকারীদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অগ্নি উপাসক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২৩ নং আক্বীদা ঃ কযা বা নিয়তি তিন প্রকার, (১) মুবরম হাকীকী, যা একমাত্র খোদায়ী জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, (২) মুয়াল্লাক মহায, যা ফারিশ্‌তাদের ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং (৩) মুয়াল্লাক শিবা বেমুবরম, যা ডাইরীতে উল্লেখ নেই, কেবল খোদার জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

'মুবরম হাকীকী' নামক নিয়তি অপরিবর্তনশীল। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে কেউ যদি এ ধরণের নিয়তির পরিবর্তনের জন্য কোন প্রার্থনা করে, তাঁকে এ দুরাশা থেকে নিরাশ করা হয়। ফারিশ্‌তাগণ কাউমে লুতের জন্য আযাব নিয়ে আসলো। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম জানতে পেরে ওদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। এমনকি দস্তুরমত স্বীয় মাবুদের সাথে ঝগড়া আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- ইয়া জাদাল নাফী ক্বাউমে লূত। (কাউমে লুতের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করতে লাগলো।) ক্বোরআন করীমের এ আয়াতটি সে সব ধর্মদ্রোহীদের মুখে চুন কালি দিয়েছে, যারা খোদার দরবারে তাঁর প্রিয় বান্দাদের কোন মর্যাদা নেই বলে মনে করে এবং বলে যে খোদার দরবারে একটু বড় করে নিঃশ্বাস ফেলারও অবকাশ নেই। অথচ আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন, 'কাউমে লূত প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগলো।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মেরাজের রাত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এমন একটি আওয়াজ শুনবেন, কে যেন খুব জোর গলায় কথা বলছে। হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আরয করলেন তিনি হলেন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম। *(ধারাবাহিক)*

পত্রিকা প্রকাশনার কাজে আর্থিক সাহায্যকারির তালিকা

* ফেন্সী সু হাউস, এল.আই.সি. মার্কেট, কালিয়াচক-১০০ টাকা,
* মোঃ আনওয়ারুল হক, আলিপুর-১০০ টাকা,
* কালিয়াচক গিফট হাউস, এল.আই.সি. মার্কেট,-১০০ টাকা,
* মোহাঃ মাহিবুর রাহমান- ৫০ টাকা,
* মোঃ বাবুল হক, গুপ্ত মার্কেট-৫০ টাকা,
* মোঃ কাইফুল আলাম, চাঁদনী মার্কেট-৫০ টাকা,
* মোঃ কামরুদ্দিন-৫০ টাকা, * মোঃ মাজিবুর রাহমান-৩০ টাকা,
* ডি সি টেলার্স-৩০ টাকা।

সুন্নীয়াতের সেবায়-

মাদ্রাসা গৌসিয়া ফাসিহিয়া মাদীনাতুল উলূম

খালতিপুর, পোঃ বাহাদুরপুর, জেলা মালদহ, (পঃ বঃ)

দূরভাষ ঃ ৯৭৭৫২৯২৩০৫ (সম্পাদক)

একে সহযোগীতার জন্য এগিয়ে আসুন।

A/C-131080030757 মালদা ডিসট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাত সম্পর্কিত আক্বীদা

২৪নং আক্বীদা ঃ আল্লাহ তাআলা দিক, কাল, গতি, স্থিতি, আকার-আকৃতি এবং যাবতীয় অঘটন থেকে পবিত্র।

২৫নং আক্বীদা ঃ পার্থিব জীবনে আল্লাহর দীদার লাভ একমাত্র নবী আলাইহিস সালামের জন্য খাস এবং পরকালে প্রত্যেক সুন্নী মুসলমানদের জন্য সম্ভব অবশ্যম্ভাবী। রূহানী বা স্বপ্নযোগে সাক্ষাত অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের জন্যও সম্ভব। আমাদের ইমাম হযরত আবু হানীফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বপ্নে একশবার আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।

২৬নং আক্বীদা ঃ আল্লাহর সাথে দিদারটা হচ্ছে অবর্ণনীয়। অর্থাৎ দেখবে কিন্তু বলতে পারবে না যে, কি রকম দেখবে। যে জিনিষটা দেখা যায়, সেটা দূরে হবে অথবা নিকটে হবে; সেটা, যে দেখবে তার কোন একদিকে হবে, উপরেও হতে পারে, নীচেও হতে পারে, ডানে-বামে বা আগে-পিছেও। কিন্তু আল্লাহকে দেখার বেলায় এসব কিছু থাকবেনা। তাঁকে দেখাটা এসব থেকে পবিত্র হবে। তাহলে কিভাবে দেখবে, এ ধরণের প্রশ্ন করার কোন অবকাশ নেই। ইন্‌শাআল্লাহ যখন দেখবে, তখন বুঝে আসবে। সার কথা হলো- যে পর্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি কাজ করে, সেটা খোদা নয় এবং সেটা খোদা, যেই পর্যন্ত জ্ঞান বা চিন্তাধারা পৌছতে পারেনা। দীদারের সময় সবকিছু জেনে নেয়াটাও অসম্ভব।

২৭নং আক্বীদা ঃ আল্লাহ যেটা চান এবং যেরকম চান সেরকম করেন। এ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ নেই এবং তাঁর ইচ্ছা থেকে বিরত রাখার মতও কেউ নেই। তাঁর কোন নিদ্রা বা তন্দ্রা নেই। তিনি সমগ্র জাহানের রক্ষক। তিনি পরিশ্রান্ত বা কাতর হননা। তিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা। তিনি মা-বাপ থেকেও বেশী দয়ালু। তাঁর রহমত হচ্ছে ভগ্ন হৃদয়ের আশ্রয়স্থল। বড়াই ও আজমত একমাত্র তাঁরই জন্য শোভা পায়। তিনি মায়ের গর্ভে যেরকম ইচ্ছা, সেরকম আকৃতি গঠনকারী, তিনি গুনাহ মাফকারী, তওবা গ্রহণকারী ও কহর-গজব দানকারী। তাঁর ধরা খুবই কঠিন, তার ছাড় ব্যতীত কেউ ছাড়া পাবেনা।

উল্লেখিত আকীদাসমূহ কুরআন করীম ও আসমায়ে ইলাহীয়া থেকে সংগৃহীত, যা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে ছোট জিনিষকে বড় ও বড় জিনিষকে ছোট করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ধনী করেন এবং যাকে ইচ্ছা গরীব করেন। যাকে চান সঠিক পথে আনয়ন করেন এবং যাকে চান সোজা পথ থেকে বিপথগামী করেন। যাকে ইচ্ছা আপন করেন নেন, আর যাকে ইচ্ছা মরদূদ করে দেন। যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেন। তিনি যা কিছু করেন, তা ন্যায় সঙ্গত ও ইনসাফ মাফিক। তিনি জুলুম থেকে পবিত্র। তার ক্ষমতা সর্বাধিক। সবকিছু তার অধীনে কিন্তু তিনি কারো অধীনে নন। তিনি মজলুমের ফরিয়াদ শোনেন এবং জালিমদের শাস্তি দেন। তাঁর অভিপ্রায় ও ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না। তবে তিনি ভাল কাজে সন্তুষ্ট ও মন্দ কাজে নারাজ হন। এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত যে তিনি এ রকম কোন কাজের নির্দেশ দেননা, যা ক্ষমতার বাইরে। সাওয়াব-আযাব, বান্দার সাথে ভাল-মন্দ আচরণ কোনটার বেলায় তিনি বাধ্য নন। তিনি যা ইচ্ছা, তা করেন বা নির্দেশ দেন। অবশ্য তিনি স্বীয় মেহেরবানীতে মুসলমানদের বেহেশতে প্রবেশ করানোর ওয়াদা করেছেন এবং বিচার অনুসারে কাফিরদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ করবেন। তাঁর ওয়াদা অপরিবর্তনীয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কুফরী ছাড়া প্রত্যেক ছোট-বড় গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন।

২৮নং আক্বীদা ঃ তাঁর প্রতিটি কাজ আমাদের জানা-অজানা-অগণিত রহস্যে ভরপুর। তাঁর কাজে নিজস্ব কোন গরজ বা উদ্দেশ্য নেই এবং কোন লক্ষ্যও নেই। তাঁর কাজ কোন কারণ বা ফর্মুলার ধার ধারে না। যেমন তিনি স্বীয় রহমতের দ্বারা সৃষ্ট জগতের প্রতিটি বস্তুর কারণ ও আদি কারণের মধ্যে একটি সম্পর্ক রেখেছেন। যার ফলে চোখ দেখার কাজ করে, কান শোনার কাজ করে, আগুন দগ্ধ করে এবং পানি তৃষ্ণা নিবারণ করে। তবে আল্লাহ তাআলা না চাইলে লক্ষ চোখ থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্য দিবালোকে পাহাড়ও দেখবে না আর প্রজ্জ্বলিত আগুন একটি চুলও জ্বালাতে পারবে না। হযরত ইব্রাহীম আলাইহি সালামকে কাফিরেরা কী যে ভয়াল আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, কেউ কাছে ঘেঁষতে পারছিল না। অগ্নিকুন্ডের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো, তখন হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম কাছে এসে আরয করলেন, কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা? উত্তরে বললেন-"আছে, তবে আপনার কাছে নয়'; পুণরায় জিব্রাইল আরয করলেন- ঠিক আছে, তাঁকেই বলেন, যার সাহায্য আপনার প্রয়োজন।"

(ধারাবাহিক)

নূর পত্রিকা পড়ুন আদর্শ জীবন গড়ুন।

পত্রাদি ও গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা
নূর দফতর
নয়াবস্তি, উঃ দারিয়াপুর, কালিয়াচক, মালদা, (পঃ বঃ) পিন-৭৩২২০১
9641967019 (সম্পাদক)
9733301022 (প্রকাশক)

হজ্জ ও উমরাহ-এর জন্য যোগাযোগ করুন-
আন-নূর সাফারে হারামাইন
কেরামাত আলী মার্কেট (গৌসীয়া বস্ত্রালয়ের উপরে) ৫তলা
মসজিদ রোড, পোঃ কালিয়াচক, জেলা মালদহ, (পঃ বঃ)
পিন ৭৩২২০১, মোবাইল ঃ ৯৬৪১৯৬৭০১৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

নবুআত সম্পর্কিত আক্বীদা

আল্লাহর যাত ও সিফাত সম্পর্কে জানা যেমন প্রয়োজন, অনুরূপ নবীদের বেলায় জায়েয, ওয়াজিব ও অসম্ভব সম্পর্কে জানাও প্রয়োজন। নতুবা ওয়াজিবকে অস্বীকার ও অসম্ভবকে সম্ভব মনে করে কাফির হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অজ্ঞতার কারণে অনেকেই ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করতে পারে বা মুখ দিয়ে ঈমান বিধ্বংসী কথা বের হতে পারে। তাই এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

১নং আক্বীদা ঃ নবী ওই ধরণের সম্মানিত মানবকে বলা হয়, যাঁর কাছে হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলা ওহী পাঠিয়েছেন। আর রসূল কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ফিরিশ্তাদের মধ্যেও রসূল রয়েছেন।

২নং আক্বীদা ঃ নবীদের সবাই পুরুষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন মহিলা বা জ্বীন ছিলনা।

৩নং আক্বীদা ঃ নবী প্রেরণ করাটা আল্লাহ তাআলার জন্য বাধ্যগত ব্যাপার নয়। তিনি স্বীয় মেহেরবানীতে মানুষের হেদায়েতের জন্য নবীগণকে পাঠিয়েছেন।

৪নং আক্বীদা ঃ নবী হওয়ার জন্য ওহীর প্রয়োজন, প্রত্যক্ষ হোক বা ফিরিশতার মাধ্যমে হোক।

৫নং আক্বীদা ঃ নবীদের মধ্যে অনেকের কাছে আল্লাহ তাআলা সহীফা এবং আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন। ওগুলোর মধ্যে চারটি কিতাব খুবই প্রসিদ্ধ। এগুলো হচ্ছে– (১) তৌরাত, যেটা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর প্রতি, (২) যবুর, যেটা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর প্রতি, (৩) ইনজিল, যেটা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর প্রতি এবং (৪) সবচেয়ে আফযল কিতাব ক্বুরআন, যেটা সবচেয়ে আফযল নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে আল্লাহর কালাম ক্বুরআন শরীফ সবচেয়ে আফযল হওয়া মানে এতে সওয়াব বেশী। নচেৎ আল্লাহ এক, তাঁর কালামও এক সমান। এতে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট বলার কোন অবকাশ নেই।

৬নং আক্বীদা ঃ আসমানী কিতাব সমূহ ও সহীফাসমূহ সঠিক এবং সবই আল্লাহর কালাম। ওসব কিতাব ও সহীফাসমূহের মধ্যে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। তবে এটা কর্তব্য যে আগের কিতাবসমূহের হেফাজতের দায়িত্ব তৎকালীন উম্মতের উপর অর্পিত হয়েছিল কিন্তু তারা এর যথাযথ হেফাজত করতে পারেনি। তাই আল্লাহর কালাম যেরূপ অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের হাতে সেরূপ থাকেনি; তাদের দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা এতে তাহরীফ করেছে অর্থাৎ নিজেদের ইচ্ছামত পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। সুতরাং ওসব কিতাব থেকে যদি কোন উদ্ধৃতি আমাদের সামনে পেশ করা হয়, তা যদি আমাদের কিতাবের (ক্বুরআন) সাথে মিল থাকে, তাহলে মিল-গরমিল কিছুই বোঝা না যায়, তাহলে স্বীকার-অস্বীকার কোনটাই করা যাবেনা, বরং বলতে হবে, আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি আমরা ঈমান এনেছি।

৭নং আক্বীদা ঃ এ ধর্ম যেহেতু সব সময়ের জন্য, সেহেতু ক্বুরআন শরীফের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। যেমন ইরশাদ ফরমান, "ক্বুরআন শরীফ আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি এর হেফাজতকারী।" তারা সারা বিশ্ববাসী একত্রিত হলেও এর কোন অক্ষর বা নোক্তা পরিবর্তন করা অসম্ভব। যদি কেউ বলে ক্বুরআন শরীফের কিছু পারা সূরা বা আয়াত বা একটি অক্ষর কেউ পরিবর্তন করেছে, সে নিঃসন্দেহে কাফির। কেননা উপরোক্ত আয়াতকে অস্বীকার করলো।

৮নং আক্বীদা ঃ ক্বুরআন মজিদ আল্লাহর কিতাব হওয়া সম্পর্কে নিজেই দলীল। যেমন আল্লাহ তাআলা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতেছেন– "তোমাদের যদি এ কিতাবের প্রতি, যা আমি আমার একান্ত প্রিয় বান্দার (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কাছে নাযিল করেছি, কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে অনুরূপ একটি ছোট্ট সূরা উপস্থাপন কর। এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তোমরা না পার এবং কখনই পারবেনা, তবে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।" তাই কাফিরেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও অনুরূপ একটি আয়াত তৈরী করতে পারেনি এবং পারবেও না।

মাসআলা ঃ আগের কিতাব সমূহ কেবল নবীদের মুখস্থ থাকতো কিন্তু এটি ক্বুরআন শরীফের মুজিযা বলা যায়, মুসলমানের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ ক্বুরআন মুখস্থ করতে পারে।

৯নং আক্বীদা ঃ ক্বুরআন শরীফের সাতটি পঠনরীতি খুবই প্রসিদ্ধ এবং সর্বসম্মত; অর্থগত দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। সব পঠনরীতিই সঠিক বলে বিবেচ্য। এতে উম্মতের জন্য একটি সুবিধা হলো যে যার জন্য যে পঠনরীতি সহজ, সে সেই রীতি অনুযায়ী ক্বুরআন পাঠ করতে পারবে। শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে, যে দেশে যেই পঠন রীতি প্রচলিত, আওয়ামের সামনে সেই রীতি অনুযায়ী ক্বুরআন তিলাঅত করা বাঞ্ছনীয়। যেমন আমাদের দেশে হযরত হাফস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত পঠনরীতি অনুযায়ী ক্বিরাত পাঠ করা হয়। লোকেরা অজ্ঞতার কারণে পঠনরীতি অস্বীকার করলে কুফরী হিসেবে বিবেচ্য হবে।

১০নং আক্বীদা ঃ ক্বুরআন করীম আগের কিতাবসমূহের অনেক আহকাম রহিত করে দিয়েছে। ক্বুরআন করীমেরও কতেক আয়াত কতেক আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে।

(ধারাবাহিক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

নবুয়্যাত সম্পর্কিত আক্বীদা

১১নং আক্বীদা ঃ নাসখ বা রহিতকরণের অর্থ হচ্ছে কতেক আহকাম কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জারী হয়ে থাকে। কিন্তু তা প্রকাশ করা হয়না যে, এ হুকুম কতদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। যখন নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যায়, তখন অন্য হুকুম অবতীর্ণ হয়। যার ফলে বাহ্যতঃ মনে হয় যে, আগের হুকুমটা তুলে নেয়া হয়েছে। মনসুখ মানে অনেকে 'বাতিল হওয়া' বলে থাকে। কিন্তু এটা খুবই অন্যায়। আল্লাহর সমস্ত আহকাম হক, এতে বাতিল শব্দ প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই।

১২নং আক্বীদা ঃ কুরআন শরীফের কতেক আয়াত মুহকম অর্থাৎ সুস্পষ্ট যা আমাদের বুঝে আসে, আর কতেক আয়াত হচ্ছে মুতাশাবা অর্থাৎ যার পূর্ণভাব আল্লাহ ও তাঁর হাবীব ছাড়া আর কেউ জানে না। মুতশাবাহাত আয়াত নিয়ে ওই ব্যক্তিই মাথা ঘামায়, যার মন পবিত্র নয়।

১৩নং আক্বীদা ঃ ওহী নবীদের জন্য নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি ওহী, নবী ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে বলে মনে করে, সে কাফির। স্বপ্নের মধ্যে নবীদেরকে যেসব বিষয় জ্ঞাত করা হতো তাও ওহী হিসেবে গণ্য। এতে মিথ্যা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ওলীগণের অন্তরে কোন কোন সময় নিদ্রা বা জাগ্রতবস্থায় বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়। এটাকে ইল্হাম বলে। যাদুকর, কাফির ও ফাসিকগণ যে জ্ঞান লাভ করে থাকে, তাকে শয়তানী ওহী বা শয়তানী জ্ঞান বলা হয়।

১৪নং আক্বীদা ঃ নবুয়্যাত অর্জিত নয়, প্রদত্ত। এটি একমাত্র আল্লাহর দান। কেউ ইবাদত ও রিয়াজতের সাহায্যে এটি অর্জন করতে পারেনা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, স্বীয় মেহেরবানীতে তাঁকে দান করেন। তবে তাঁকেই দান করেন, যাকে আগে থেকেই উক্ত দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেন। উল্লেখ্য যে, নবীগণ নবুয়্যাত প্রাপ্তির আগে থেকেই সকল অসৎ চরিত্র থেকে পবিত্র ও সকল সৎচরিত্রের অধিকারী হয়ে বেলায়তের শেষ পর্যায়ে পৌছে যান। তাঁরা বংশ, শরীর কথাবার্তা চাল-চলন ইত্যাদির দিক দিয়ে নিখুঁত হয়ে থাকেন। তাঁদেরকে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করা হয়, যা অন্যান্যদের তুলনায় হাজার হাজার গুণ বেশী। কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের জ্ঞান নবী-রসূলের জ্ঞানের লক্ষ ভাগের এক ভাগও হতে পারেনা। (আল্লাহ জানেন, কিভাবে তাঁর রেসালত সৃষ্টি করবেন, এটি তাঁরই অবদান, যাকে ইচ্ছা দান করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বড়ই মেহেরবান) যদি কেউ মনে করে যে, মানুষ নিজের সাধনা ও রিয়াজতের সাহায্যে নবুয়তের স্তর পর্যন্ত পৌছতে পারে, সে কাফির।

১৫নং আক্বীদা ঃ যে ব্যক্তি নবী থেকে নবুয়াত বিলুপ্ত হতে পারে বলে মনে করে, সে কাফির।

১৬নং আক্বীদা ঃ নবীদের নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। নিষ্পাপ হওয়াটা একমাত্র নবী ও ফারিশতাগণের বৈশিষ্ট্য। নবী ও ফারিশতা ব্যতীত কেউ নিষ্পাপ নয়। শরীয়তের ইমামদেরকে নবীদের মত নিষ্পাপ মনে করাটা গোমরাহী ও ধর্মহীনতার পরিচায়ক। ইসমতে আম্বিয়া বা নবীগণ নিষ্পাপ হওয়া মানে আল্লাহ তাঁদেরকে পাপমুক্ত রাখার জন্য ওয়াদাবদ্ধ। কিন্তু ইমাম ও পীর-আওলিয়াদের জন্য এ রকম কোন ওয়াদা নেই। তাই নবীদের থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়াটা অসম্ভব।

১৭নং আক্বীদা ঃ নবীগণ শির্ক, কুফরী, ওই ধরণের কাজ, যদ্দারা মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র হতে হয়, যেমন মিথ্যা, আত্মসাৎ, অজ্ঞতা ইত্যাদি ও মান-সম্মান বিবর্জিত আচরণ থেকে নবুয়াতের আগে ও পরে তাঁরা ইচ্ছাকৃত সগীরা গুনাহ থেকেও পবিত্র।

১৮নং আক্বীদা ঃ আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের কাছে তাঁর বান্দাদের জন্য যত সব আহকাম নাযিল করেছেন, তাঁরা সবগুলো যথাযথ পৌঁছে দিয়েছেন। যদি কেউ বলে যে কোন নবী কোন হুকুম ভয়ের কারণে বা অন্য কোন কারণে বান্দাদের কাছে পৌছাননি, সে কাফির।

১৯নং আক্বীদা ঃ আল্লাহর হুকুম পৌছানোর বেলায় নবীদের কোন ভুলত্রূটি হওয়া অসম্ভব।

২০নং আক্বীদা ঃ নবীদের শরীর কুষ্ঠ, শ্বেত ইত্যাদি ঘৃণ্য রোগ থেকে পবিত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২১নং আক্বীদা ঃ আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে ইল্‌মে গায়ব দান করেছেন। আসমান জমীনের প্রতিটি অণু-পরমাণু নবীদের সামনে উদ্ভাসিত। তাঁদের এ ইলমে গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞান) খোদা প্রদত্ত। প্রদত্ত জ্ঞান আল্লাহর জন্য অসম্ভব। কেননা তার কোন সিফাত বা কামালিয়াত কারো প্রদত্ত হতে পারেনা, বরং তাঁর সমস্ত গুণাবলী স্বত্ত্বাগত। যারা আম্বিয়া কিরাম এমনকি হুযূর আলাইহিস সালামের কোন প্রকারের গায়বী ইলম নাই বলে দাবী করে, তাঁদের বেলায় কুরআন করীমের এ আয়াতটি প্রযোজ্য—

"আফাতু'মেনূনা বে-বা'দিল কেতাবে অ তাকফুরুনা বে-বা'দিন।"

অর্থাৎ কতেক আয়াতকে বিশ্বাস করে আর কতেক আয়াতকে অস্বীকার করে। কেবল অস্বীকৃতি সূচক আয়াত তাদের চোখে পড়ে। যেসব আয়াতে হুযূর আলাইহিস সালামের ইলমে গায়বী কথা বর্ণিত হয়েছে, ওগুলোকে অস্বীকার করে। অথচ উভয় আয়াতই সঠিক। (ধারাবাহিক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

নবুয়্যাত সম্পর্কিত আক্বীদা

২২নং আক্বীদা ঃ আম্বিয়া কিরাম সমস্ত মাখলুক এমনকি ফিরিশতাদের থেকেও আফযল। ওলীগণ যতবড় মরতবা সম্পন্ন হোন না কেন, কোন নবীর বরাবর হতে পারেন না। যদি কেউ নবী নয় এমন কাউকে নবী থেকে আফযল বা বরাবর মনে করে, সে কাফির।

২৩নং আক্বীদা ঃ নবীর তাযীম ফারযে আইন বরং সমস্ত ফরযের উর্ধে। কোন নবীকে অবজ্ঞা করা বা অস্বীকার করা কুফরী।

২৪নং আক্বীদা ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হুযূর আলাইহিস সালাম পর্যন্ত অনেক নবী পাঠিয়েছেন। কতেক নবীর কথা সুস্পষ্টভাবে ক্বুরআন মজিদে উল্লেখিত আছে আর কতেকের নেই। যাঁদের পবিত্র নাম সুস্পষ্টভাবে ক্বুরআন শরীফে বর্ণিত আছে, তাঁরা হলেন- হযরত আদম আলাইহিস সালাম, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, হযরত হারুণ আলাইহিস সালাম, হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম, হযরত লুত আলাইহিস সালাম, হযরত হুদ আলাইহিস সালাম, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম, হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম, হযরত ইলিয়াস আলাহিস সালাম, হযরত ইলিসা আলাইহিস সালাম, হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম, হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম, হযরত জুলকিফল আলাইহিস সালাম, হযরত সলেহ আলাইহিস সালাম ও হুযূর সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাললাল্লাহো আলাইহিস সালাম।

২৫নং আক্বীদা ঃ হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা মা-বাপ ছাড়া মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় খলিফা মনোনীত করে তাঁকে সমস্ত বস্তুর জ্ঞান দান করেছেন। ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দান করা হয়েছিল আদম আলাইহিস সালামকে সিজ্দা করার জন্য। ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলেন। ইবলীস জ্বীন বংশীয় ছিল এবং খুব বড় আবেদ পরহেযগার ছিল। বিধায় তাকে ফিরিশতাদের মধ্যে গণ্য করা হতো। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণে সব সময়ের জন্য মরদূদ হয়ে গেল।

২৬নং আক্বীদা ঃ হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর পূর্বে কোন মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। সকল মানুষ তাঁর সন্তান। এ জন্য মানুষকে বনী আদমরা আদমের বংশ বলা হয় এবং হযরত আদমকে আবুল বশর অর্থাৎ মানুষের পিতা বলা হয়।

২৭নং আক্বীদা ঃ সর্ব প্রথম নবী হলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম আর কাফিরদের কাছে প্রেরিত সর্বপ্রথম রসূল হলেন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম। যিনি সাড়ে নয়শত বছর হেদায়েত করে গেছেন। তাঁর যুগের কাফিরেরা ছিল খুবই নিষ্ঠুর ও নির্মম। তারা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিত এবং ঠাট্টা করতো। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন মুসলমান হয়েছিল, বাকী সব কাফিরই রয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হয়ে তাদের ধ্বংসে জন্য আল্লাহর কাছে ফারিয়াদ করলেন। যার ফলে তুফান বা জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তাতে সমগ্র জমীন ডুবে গিয়েছিল। কেবল সেই মুষ্টিমেয় মুসলমান ও প্রত্যেক জীব-জন্তুর এক এক জোড়া, যা কিশতিতে উঠানো হয়েছিল, বেঁচে ছিল।

২৮নং আক্বীদা ঃ নবীদের কোন সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ জায়েয নেই। কেননা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক নবীর প্রতি আস্থা রাখা হলে, কোন নবী বাদ পড়া বা নবী নয় এমন কাউকে নবীর অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং উভয়টা কুফরী। সুতরাং এ ধরণের আক্বিদা রাখতে হবে যে, আল্লাহর প্রতিটি নবীর প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে।

২৯নং আক্বীদা ঃ নবীদের মধ্যে বিভিন্ন পদ-মর্যাদা রয়েছে। সবাই বরাবর নয়। আমাদের আকা মৌলা হুযূর আলাইহিস সালাম সবার চেয়ে আফযল। হুযূরের পর সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাবান হলেন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম। তাঁরপরে হলেন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম। অতঃপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও হযরত নূহ আলাইহিস সালাম। এ অতি সম্মানিত পাঁচ নবী অন্যান্য সমস্ত নবী, রসূল, মানব-দানব, জ্বীন-ফিরিশতা ও খোদার সমস্ত সৃষ্টি সৃষ্টিকুল থেকে শ্রেষ্ঠ। যেমন হুযূর আলাইহিস সালাম সকল রসূলগণের সর্দার বরং সবচেয়ে আফযল, তেমন হুযূরের বদৌলতে তাঁর উম্মতরা অন্যান্য সকল উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ।

৩০নং আক্বীদা ঃ সকল নবী আল্লাহর দরবারে মর্যাদাবান। তাঁদেরকে আল্লাহর সামনে নগণ্য চামার সমতুল্য মনে করা সুস্পষ্ট বেয়াদবী ও কুফরীতুল্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

নবুয়্যাত সম্পর্কিত আক্বীদা

৩১নং আক্বীদা ঃ নবীর নবুয়্যাতের সত্যতার একটি প্রমাণ হচ্ছে, তাঁরা নিজেদের সত্যবাদীতার সমর্থনে অসম্ভব কোন একটা কিছু করার দায়িত্ব নেন এবং অস্বীকারকারীদেরকে চ্যালেঞ্জ দেন। আল্লাহ তাআলার হুকুমে তাঁরা অসম্ভবকে বাস্তবায়িত করে দেখান কিন্তু অস্বীকারকারীরা তাতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। এটাকে মুজিযা বলা হয়।

৩২নং আক্বীদা ঃ যে কেউ নবী না হয়ে নবী নবী করলে, সে তার দাবীর সমর্থনে অসম্ভব কোন একটা কিছু করে দেখাতে পারে না। তা নাহলে আসল-নকলের কোন পার্থক্য থাকবেনা।

বিঃ দ্রঃ – নবুয়্যাতের আগে নবীদের থেকে যেসব অস্বাভাবিক কাজ প্রকাশ পায়, তাকে ইরহাস বলা হয়। আওলিয়ায়ে কেরাম থেকে যা প্রকাশ পায়, তাকে কারামাত বলা হয়, সাধারণ মুমিনদের থেকে যা প্রকাশ পায়, তাতে মায়ুনিয়াত বলা হয়, কাফিরদের থেকে তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী যা প্রকাশ পায়, তাকে এসতেদরাজ এবং তাদের বিপরীত যা প্রকাশ পায় তাকে ইহানত বলা হয়।

৩৩নং আক্বীদা ঃ নবীগণ নিজ নিজ কবরের মধ্যে পার্থিব জিন্দেগীর মত স্বশরীরে জীবিত আছেন, পানাহার করেন এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাতায়াত করেন আল্লাহর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ক্ষণিকের জন্য মৃত্যুবরণ করে পুণরায় জীবিত হয়ে গেছেন। তাঁদের জিন্দেগী শহীদের জিন্দেগী থেকে অনেক উর্দ্ধে। এ জন্য শহীদদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা হয় এবং তাঁদের স্ত্রীদের উদ্দত পালন করার পর অন্যের সাথে বিবাহ হতে পারে কিন্তু নবীদের বেলায় এসব জায়েয নেই।

বিঃ দ্রঃ – এ পর্যন্ত সকল নবী সম্পর্কিত আকীদা বর্ণিত হলো। এবার বিশেষ করে হুযূর আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত আকীদাসমূহ অবলোকন করুন।

৩৪নং আক্বীদা ঃ অন্যান্য নবীগণ নির্দিষ্ট কৌমের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু হুযূর আলাইহিস সালাম সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি অর্থাৎ ইনসান-জ্বীন, ফারিশ্‌তা, জীব-জন্তু ও অন্যান্য জড় পদার্থ ইত্যাদির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর অনুসরণ মানুষের জন্য যেমন ফরয, অন্যান্য সৃষ্টিকুলের জন্যও তেমনি অবশ্য কর্তব্য।

৩৫নং আক্বীদা ঃ হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহো আলাহি অসাল্লাম ফিরিশ্‌তা, মানুষ, জিন, হুর-গেলমান, জীব-বস্তু, বৃক্ষ-লতা মোট কথা সারা জগতের জন্য রহমত স্বরূপ এবং মুসলমানদের জন্য তিনি বিশেষ দয়াবান। যেমন কুরআন শরীফে আছে– "অমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন।"

৩৬নং আক্বীদা ঃ হুযূর আলাইহিস সালাম হলেন শেষ নবী অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নবী প্রেরণের সিলসিলা হুযূর আলাইহিস সালামের আগমনের পর বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই হুযূর আলাইহিস সালামের যুগে বা পরে কোন নতুন নবী হতে পারেনা। যদি কেউ হুযূরের যুগে বা পরে নতুন নবী আসতে পারে বলে বিশ্বাস করে বা জায়েয মনে করে, সে কাফির।

৩৭নং আক্বীদা ঃ আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে হুযূর আলাইহিস সালাম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সবাইকে পৃথক পৃথক ভাবে যেই কামালিয়াত দান করা হয়েছে, সে সবগুলোর সমষ্টি হুযূরকে দেয়া হয়েছে এবং তাছাড়া সেই কামালিয়াতও হুযূরকে দান করা হয়েছে, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি এবং অন্যরা যা কিছু পেয়েছেন, হুযূরের বদৌলতেই এবং পবিত্র হস্ত থেকেই পেয়েছেন। তাঁর ওসীলাতেই অন্যরা কামালিয়াত লাভ করেছেন। হুযূর আলাইহিস সালাম স্বীয় প্রভুর মেহেরবানীতে স্বয়ং কামিল। তাঁর এ কামালিয়াত অন্য কোন কিছুর বদৌলতে নয়। বরং তিনি নিজের দ্বারা গুণান্বিত হয়ে কামালিয়াত লাভ করেছেন।

৩৮নং আক্বীদা ঃ হুযূর আলাইহিস সালামের অনুরূপ হওয়া অসম্ভব। হুযূরের বিশেষ গুণের ক্ষেত্রে কাউকে হুযূরের মত বললে, সে গুমরাহ বা কাফির।

৩৯নং আক্বীদা ঃ আল্লাহ তাআলা হুযূর আলাইহিস সালামকে সর্বশ্রেষ্ঠ মাহবূবের মর্যাদা দান করেছেন। সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহরই রেজামন্দি কামনা করে আর আল্লাহ স্বয়ং তাঁর মাহবূব সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর সন্তুষ্টি চান।

৪০নং আক্বীদা ঃ হুযূর আলাইহিস সালামের বিশেষত্বের মধ্যে মেরাজ অন্যতম। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা এবং ওখান থেকে সপ্ত আসমান ও আরশ-কুরসী পরিভ্রমণ এবং আরশের উপরে রাতের কিছু সময় স্বশরীরে অবস্থান– এ সৌভাগ্য কোন মানুষের বা ফিরিশতার কখনও হয়নি ও হবেও না। আল্লাহকে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং কোন মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহর কালাম শুনেছেন। তিনি আসমান যমীনের সমস্ত মখলূককে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে অবলোকন করেছেন।

৪১নং আক্বীদা ঃ আগে-পরের সমস্ত সৃষ্টিকুলই হুযূর আলাইহিস সালামের মুখাপেক্ষী। এমনকি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামও হুযূরের মুখাপেক্ষী।

৪২নং আক্বীদা ঃ কিয়ামতের দিন শাফাআতে কুবরার অধিকারী হবেন একমাত্র হুযূর আলাইহিস সালাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

নবুয়্যাত সম্পর্কিত আক্বীদাহ

৪২নং আক্বীদা ঃ কিয়ামতের দিন শাফাআতে কুবরার অধিকারী হবেন একমাত্র হুযূর আলাইহিস সালাম। যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর আলাইহিস সালাম শাফাআত করবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো পক্ষে শাফাআত করার সাহস হবে না। যতজন শাফাআতকারী আছেন, আসলে সবাই হুযূর আলাইহিস সালামের সমীপেই সুপারিশ করবেন এবং একমাত্র হুযূর আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। এ ব্যাপক সুপারিশ বা শাফাআতে কুবরা মুমিন, কাফির, নেক্কার-বদকার সবার জন্য হবে। বিচারের অপেক্ষাটা এত যন্ত্রণাদায়ক হবে যে, মানুষ অস্থির হয়ে মনে মনে বলবে আমাদের দোযখে নিক্ষেপ করা হোক, তবুও ভাল, এ অপেক্ষা আর সহ্য হচ্ছে না। এ যন্ত্রণা থেকে কাফিরগণও হুযূরের বদৌলতে রেহাই পাবে। এর জন্য প্রশংসা করবে। প্রশংসার এ জায়গার নাম 'মকামে মাহমূদ'। শাফাআত আরও কয়েক প্রকারের আছে। যেমন বিনা বিচারে অনেক লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। এর সংখ্যা ৪৯০ কোটি পর্যন্ত জানা আছে, কিন্তু এর চেয়ে আরও অনেক বেশী লোক হবে, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূলই (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) ভাল জানেন। তিনি এমন অনেক লোককে দোযখ থেকে রক্ষা করবেন, যাদের বিচার হয়ে দোযখী বলে সাব্যস্ত হবে। কতেককে তিনি সুপারিশ করে দোযখ থেকে বের করে আনবেন, কতেকের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করাবেন এবং কতেকের শাস্তি লাঘব করাবেন।

৪৩নং আক্বীদা ঃ হুযূরের জন্য সবরকমের শাফাআত প্রমাণিত আছে। আবদার সহকারে, বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বা অনুনয়-বিনয় করে তিনি সুপারিশ করতে পারবেন। তাঁর এ শাফাআতকে যে অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট।

৪৪নং আক্বীদা ঃ হুযূর আলাইহিস সালামকে সুপারিশের সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যেমন তিনি ইরশাদ ফরমান "আমাকে সুপারিশের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।"

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- "আপনার ঘনিষ্টদের জন্য এবং সাধারণ মুমিন নর-নারীদের গুণাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" একে শাফাআত না বলে আর কি বলা যায়? হে আল্লাহ আমাদেরকে সেই দিন তোমার হাবীবের শাফাআত নসীব করুন, যেদিন ধন, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। আরও কয়েক ধরণের সুপারিশ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে। ইন্শাআল্লাহ পরকালীন অবস্থা শীর্ষক আলোচনায় আলোকপাত করা হবে।

৪৫নং আক্বীদা ঃ হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি মহব্বতের উপর ঈমান নির্ভরশীল বরং সেই মহব্বতের নামই ঈমান। যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূরের প্রতি মহব্বত মা-বাপ, সন্তান-সন্ততি এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছু থেকে বেশী হবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারেনা।

৪৬নং আক্বীদা ঃ হুযূরের আনুগত্য মানে আল্লাহরই আনুগত্য। হুযূরের আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্য অসম্ভব। বর্ণিত আছে, যে কাউকে ফরয নামাযরত অবস্থায় যদি হুযূর আলাইহিস সালাম তলব করেন, তক্ষুণি সাড়া দিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হও এবং যতক্ষণ প্রয়োজন হুযূরের সাথে আলাপ আলোচনা কর। নামায ঠিকই থাকবে এবং এর দ্বারা নামাযের কোন ক্ষতি হবেনা।

৪৭নং আক্বীদা ঃ রসূল পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর প্রতি সম্মান বা সম্মানবোধ ঈমানের অঙ্গ। ঈমানের পর রসূলে করীমের তাযীম করা অন্যান্য ফরয কাজ থেকে অগ্রগণ্য। এ আকীদার জোরালো সমর্থন সেই হাদীসে রয়েছে, যেথায় বর্ণিত আছে যে, খয়বরের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে 'সাহবা' নামক স্থানে হুযূর আলাইহিস সালাম আসর নামায পড়ে হযরত মৌলা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর জানুর উপর মস্তক মুবারক রেখে বিশ্রাম নিলেন। হযরত আলী কিন্তু আসর নামায তখনো পড়েননি। এদিকে সময় চলে যাচ্ছিল। কিন্তু জানু হটানোর দ্বারা হুযূরের আরামের কোন ব্যাঘাত হতে পারে- এ ধারণায় জানু হটালেন না। শেষ পর্যন্ত সূর্য ডুবে গেল। হুযূর যখন চক্ষু মুবারক খুললেন, তখন হযরত আলী স্বীয় নামাযের কথা আরয করলেন। হুযূরের নির্দেশে অস্তমিত সূর্য ফিরে আসলো এবং মৌলা আলীর নামায আদায় করার পর পুনরায় ডুবে গেল। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তিনি (কঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামায। আবার আসরের নামায। হুযূরের বদৌলতেইতো ইবাদতসমূহ পেয়েছি। এর সমর্থনে অপর আর একটি হাদীস হলো- হিজরতকালে সুর পাহাড়ের গুহায় প্রথমে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রবেশ করে দেখলেন যে, ওখানে অনেক গর্ত রয়েছে। তিনি নিজের কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ওসব গর্তগুলো বন্ধ করে দেন। একটি গর্ত বাকী ছিল, ওটাতে নিজের পায়ের আঙ্গুলি দিয়ে হুযূরকে আহ্বান করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) সেখানে তশরীফ নিয়ে গিয়ে হযরত সিদ্দীকে আকবরের জানুর উপর পবিত্র মস্তক রেখে বিশ্রাম নিলেন। সেই গুহায় একটি সাপ হুযূরের সাক্ষাতের প্রত্যাশী ছিল। সাপটির মাথাটি হযরত সিদ্দীক আকবরের পায়ের সঙ্গে লাগছিল। কিন্তু হুযূরের বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে মনে করে তিনি পা হটালেন না। পরিশেষে সাপটি পায়ে কামড় দিল। যন্ত্রণায় সিদ্দীক আকবরের চোখের পানি হুযূরের চেহারা মুবারকে পতিত হলে, তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘটনা প্রকাশ করলে হুযূর আলাইহিস সালাম দংশিত স্থানে নিজের থুথু লাগিয়ে দিলেন। সাথে সাথে বিষক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু প্রতি বছর এ বিষক্রিয়া প্রকাশ পেত। বার বছর পর এ বিষক্রিয়ায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

নবুয়্যাত সম্পর্কিত আক্বীদাঃ

৪৮নং আক্বীদা ঃ হুযূরের পার্থিব জিন্দেগীতে তাঁকে যে রকম সম্মান করা হতো, এখনও তদ্রুপ সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য। যখন হুযূরের আলোচনা হয়, তখন একান্ত মনোযোগ সহকারে ও স্বসম্মানে তা শোনা এবং পবিত্র নাম উচ্চারিত হলে দরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব।

হুযূরের প্রতি মহব্বতের একটি আলামত হচ্ছে বেশী করে যিকর করা ও দরূদ শরীফ পড়া এবং নাম মুবারক লিখার পর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম পরিপূর্ণভাবে লিখা। কতেক লোক সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে (সঃ) বা (সল্লম) লিখে থাকে, এটা নাজায়েয ও হারাম।

হুযূরের বংশ, সাহাবায়ে কিরাম, মুহাজেরীন, আনসার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের সাথে মহব্বত রাখা ও হুযূরের দুশমনদের সাথে দুশমনী পোষণ করাও হুযূরের প্রতি মহব্বতের অন্যতম আলামত। এটা সকলের জানা আছে যে, হুযূরের প্রতি মহব্বতে সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন এমনকি জন্মভূমিও ত্যাগ করেছিলেন। এক সাথে হুযূরের প্রতি মহব্বত ও হুযূরের শত্রুদের প্রতি মহব্বত কিছুতেই হতে পারে না। যেকোন একটাকেই গ্রহণ করতে হবে, বিপরীত ধর্মী দুটি বিষয় কিছুতেই একত্রিত হতে পারেনা। হয়তো বেহেশতের পথে চলো, অথবা জাহান্নমে যাও। এটাও মহব্বতের অন্যতম আলামত যে হুযূরের শানে ব্যবহৃত শব্দগুলো যেন সম্মানবোধক হয়। যে সব শব্দ কম সম্মানবোধক সেগুলো যেন কখনও ব্যবহার করা না হয়। হুযূরের পবিত্র নাম নিয়ে ডাকা জায়েয নেই, বরং 'ইয়া নবীয়াল্লাহ', 'ইয়া রাসূলাল্লাহ', 'ইয়া হাবীবাল্লাহ' বলতে পারেন। মদীনা শরীফে যাবার যদি কারো সৌভাগ্য হয়, তাহলে রওজা মুবারক থেকে চার হাত দূরে নামাযে দাঁড়ানোর মত হাত বেঁধে অবনত মস্তকে দরূদ ও সালাম পেশ করবেন। অতি নিকটে বা অতি দূরে দাঁড়াবেন না এবং এদিক সেদিক তাকাবেন না। আর সাবধান! আওয়াজ যেন উঁচ না হয়। নচেৎ সারা জীবনের ইবাদত বেকার হয়ে যাবে। হুযূরের কথা বার্তা, কাজকর্ম ও আমল সম্বন্ধে অবগত হয়ে এর অনুসরণ করাও হুযূরের প্রতি মহব্বতের পরিচায়ক।

৪৯নং আক্বীদা ঃ হুযূর আলাইহিস সালামের কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও চাল-চলনকে যে ঘৃণার চোখে দেখে, সে কাফির।

৫০নং আক্বীদা ঃ হুযূর আলাইহিস সালাম হলেন আল্লাহর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী প্রতিনিধি। সমগ্র জাহানকে তাঁর কর্তৃত্বাধীন করে দেয়া হয়েছে। তিনি যেটা ইচ্ছা সেটা করতে পারেন, যাকে ইচ্ছে, তাকে দিতে পারেন এবং যার থেকে যা ইচ্ছে ছিনিয়ে নিতে পারেন। সমগ্র জাহান তাঁর আদেশের অধীন। তিনি তাঁর রব ছাড়া অন্য কারো অধীন নন। সকল মানুষের অভিভাবক হলেন তিনি। যে তাঁর অভিভাবকত্ব স্বীকার করবেনা, সে তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। আসমান-জমীন, বেহেশত-দোযখ সবই তাঁর আওতাধীন। বেহেশত-দোযখের চাবি তাঁর হাতে অর্পিত হয়েছে। রিজিক-রোজগার, ফায়েয-বরকত এবং সব রকমের অনুদান হুযূরের দরবারেই বন্টন করা হয়। দুনিয়া-আখেরাত হুযূরের হাতেই দেয়া হয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে কারো জন্য কোন কিছু হারাম করতে পারেন আবার কারো জন্য হালাল করতে পারেন এবং কোন ফরয কাজ তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন।

৫১নং আক্বীদা ঃ সর্বপ্রথম হুযূর আলাইহিস সালাম নবুয়াতের পদমর্যাদা লাভ করেন। মিসাক্বের দিন সকল নবীর নিকট থেকে হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান ও সাহায্যের ওয়াদা নেয়া হয়েছিল এবং সেই শর্তেই তাঁদেরকে নবুয়াত প্রদান করা হয়েছিল। হুযূর আলাইহিস সালাম হলেন নবীদের নবী এবং সমস্ত আম্বিয়া কিরাম তাঁরই উম্মত। সকল নবীই তাঁদের ওয়াদা মোতাবেক হুযূরের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। আল্লাহ তাআলা হুযূর আলাইহিস সালামকে তাঁর সত্তার বিকাশস্থল হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং হুযূরের নূরের দ্বারা সমগ্র জগতকে আলোকিত করেছেন। তাই তিনি সব জায়গায় বিরাজমান।

প্রয়োজনীয় মাসআলা ঃ নবীদের থেকে যে সব ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে, কুরআন তিলাওয়াত ও হাদীস রেওয়ায়েত করার সময় যতটুকু চোখে পড়ে তা ব্যতীত অন্য সময় এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি একান্ত হারাম। অন্যদের এ ব্যাপারে নাক গলানোর কি অধিকার আছে? আল্লাহ তাআলা হলেন তাঁদের মালিক এবং তাঁরা হলেন তাঁর প্রিয় বান্দা। তিনি যে রকম ইচ্ছা সে রকম বর্ণনা করতে পারেন এবং তাঁরাও যতটুকু ইচ্ছা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অন্যরা সে সব বাক্যকে দলীল হিসেবে উত্থাপন করতে পারে না। বেশী বাড়াবাড়ি করতে গেলে মরদূদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁদের যে সব কাজকে ভুল-ত্রুটি বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, আসলে এর পিছনে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন আদম আলাইহি সালামের ভুল না হলে দুনিয়া আবাদ হতোনা, আসমানী কিতাব নাযিল হতোনা, রসূল আসতেন না, জিহাদ হতোনা এবং অগণিত সওয়াবের পথ বন্ধ থাকতো। আদম আলাইহিস সালামের একটি ভুলের ফলে সে সব পথ উম্মোচিত হয়েছে। আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত বান্দাদের দোষ-ত্রুটি নেক বান্দাদের নেকী অপেক্ষা অনেক শ্রেয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

ফিরিশতা ও জিন সম্পর্কিত আক্বীদাহ

ফিরিশতা

১নং আক্বীদা ঃ ফিরিশতাগণ নূরের তৈরী। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে যে রকম ইচ্ছা. সে রকম আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তাঁরা কোন সময় মানুষের আকৃতিতে এবং কোন সময় অন্য আকৃতিতে আবির্ভূত হন। (আল ওয়াকিত, পৃষ্ঠা ৪৭)

২নং আক্বীদা ঃ ফিরিশতাগণ আল্লাহর যা হুকুম , তাই করে থাকেন। আল্লাহর হুকুম ছাড়া তাঁরা ইচ্ছাকৃত বা ভুলবসতঃ কোন কিছু করেন না। তাঁরা হলেন আল্লাহর নিস্পাপ বান্দা, তাঁরা সগীরা-কবীরা সব রকম গুনাহ থেকে পবিত্র। ক্বুরআন করীমে বর্ণিত আছে - "ويفعلون ما يؤمرون" যা নির্দেশ করেন তা পালন করেন। (তমহিদ, পৃষ্ঠা ১৫, শরহে আক্বাইদ পৃষ্ঠা ৯৯, আরবাঈন পৃষ্ঠা ৩৩৫)

৩নং আক্বীদা ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নানা রকম দায়িত্ব দিয়েছেন। কতেকের দায়িত্ব হচ্ছে নবীদের কাছে ওহী পৌছানো, কতেকের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের শরীরের আভ্যন্তরীন অংশ দেখাশোনা করা, কতেকের দায়িত্ব হচ্ছে যিকরের মাহফিল খুঁজে বের করে তথায় হাজির হওয়া, কতেক মানুষের আমলনামা লিখার কাজে নিয়োজিত। অনেকের দায়িত্ব হচ্ছে হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হওয়া, কতেকের দায়িত্ব হুযূরের সমীপে মুসলমানদের সালাত-সালাম পৌছানো, কতেকের দায়িত্ব হচ্ছে মৃতের কাছে সওয়াল করা, কারো দায়িত্ব হচ্ছে জান কবজ করা, কতেকের দায়িত্ব হচ্ছে আযাব দেওয়া, কারো দায়িত্ব হচ্ছে শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া। এসব ছাড়া আরও অনেক দায়িত্ব ফিরিশতাগণ পালন করে থাকেন। (ক্বুরআন করীম)

৪নং আক্বীদা ঃ ফিরিশতাগণ পুং লিঙ্গও নন, স্ত্রী লিঙ্গও নন। (শরহে আকাইদ ১৯ পৃষ্ঠা)

৫নং আক্বীদা ঃ ফিরিশতাগণকে স্থায়ী বা খালেক মনে করা কুফরী। (ক্বুরআন করীম, শরহে আকাইদ ৯৯ পৃষ্ঠা)

৬নং আক্বীদা .ঃ ফিরিশতাদের সংখ্যা একমাত্র তাঁদের সৃষ্টিকর্তাই জানেন। তাঁর জানানোর ফলে তাঁর রসূলও জানেন। চারজন ফিরিশতা খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম, হযরত মিকাইল আলাইহিস সালাম, হযরত ইস্রাফিল আলাইহিস সালাম ও হযরত ইজরাঈল আলাইহিস সালাম। এ চারজন ফিরিশতা অন্যান্য ফিরিশতাদের তুলনায় বিশেষ মর্যাদাশালী। তমহীদ ১৪ পৃষ্ঠা)

৭নং আক্বীদা ঃ যেকোন ফিরিশতার সাথে সামান্যতম বেআদবী কুফরী। অজ্ঞলোকেরা অনেক সময় কোন দুশমনকে বা পাওনাদারকে দেখলে বলে মালেকুল মাওত বা আজরাঈল ফিরিশতা এসে গেছে। এ ধরণের বাক্য প্রায় কুফরী সমতুল্য। (তমহীদ ১৫ পৃষ্ঠা)

৮নং আক্বীদা ঃ ফিরিশতাগণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা ফিরিশতাকে সৎকর্মের শক্তি বৈ অন্য কিছু নয় মনে করা কুফরী।

জিন

১নং আক্বীদা ঃ জিনকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যেও কতেককে যে কোন আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তারা খুবই দীর্ঘায়ু হয়ে থাকে। অসৎ প্রকৃতির জিনকে শয়তান বলা হয়। জিনেরা মানুষের মত জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন, প্রাণ ও শরীর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধিও আছে। পানাহার ও জীবন মরণও তাদের মধ্যে আছে। (ক্বুরআন, হাদীস, আরবাঈন ৩৩৭ পৃষ্ঠা)

২নং আক্বীদা ঃ ওদের মধ্যে মুসলমানও আছে, কাফিরও আছে তবে মানুষের তুলনায় তাদর মধ্যে কাফিরের সংখ্যা বেশী। তাদের মুসলমানের মধ্যে নেককারও আছে, ফাসিকও আছে, সুন্নীও আছে আবার বাতিল পন্থীও আছে। তাদের ফাসিকের সংখ্যা মানুষের তুলনায় বেশী। (ক্বুরআন, হাদীস)

৩নং আক্বীদা ঃ তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা অসৎ শক্তির নাম জিন বা শয়তান রাখা কুফরী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

পুনরুত্থান ও হাশরের বর্ণনা

আসমান-যমীন, জ্বীন-ইনসান, ফিরিশ্‌তা সবই একদিন ফানা হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই বহাল থাকবেন। পৃথিবী ফানা হয়ে যাবার আগে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাবে। যেমন-

১) তিন জায়গায় ভূমি ধ্বসে অনেক মানুষ তলিয়ে যাবে। এ তিন জায়গার একটি হবে পূর্বাঞ্চলে, অপরটি হবে পশ্চিমাঞ্চলে এবং আর একটি আরব দ্বীপপুঞ্জে। (মুসলিম ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৩)

২) ইলম উঠে যাবে অর্থাৎ আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে। এর অর্থ হলো আলেমদের অন্তর থেকে ইলম বিদূরিত করা হবে। (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা ২০, মুসলিম শরীফ, ৩৯০ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)

৩) অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে।

৪) অবৈধ সংগম বৃদ্ধি পাবে। নির্লজ্জভাবে গরু-ছাগলের মত রাস্তাঘাটে অবৈধ সংগম করা হবে। বড়-ছোটের কোন মান-সম্মান থাকবে না।

৫) পুরুষ কম ও মহিলা বেশী হবে। একজন পুরুষের ভাগে পঞ্চাশজন মহিলা পড়বে।

৬) বড় দাজ্জাল ব্যতীত আরও ত্রিশজন দাজ্জাল আবির্ভাব হবে। ওরা সবাই নবুয়াত দাবী করবে অথচ নবুয়াত খতম হয়েগেছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের আবির্ভাবও হয়েছে, যেমন মুসায়লামা কাজ্জাব, তলহা ইব্‌নে খোয়েলিদ, আসওয়াদ আনসী, সাজাহ (অবশ্য সে পরে মুসলমান হয়েছিল), গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রমুখ আর যারা বাকী আছে তারা নিশ্চয় আবির্ভাব হবে।

৭) ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, ফোরাত নদী নিজের গুপ্ত ধন ভান্ডার খুলে দেবে, যার ফলে সোনার পাহাড় গড়ে উঠবে। (মিশকাত ৪৬৯ পৃষ্ঠা)

৮) আরব দেশে ক্ষেত-বাগানের সমারোহ দেখা দেবে এবং মরুভূমির মধ্যে দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত হবে।

৯) হাতের তালুতে জ্বলন্ত কয়লা রাখার মত ধর্মের উপর অটল থাকাটা খুবই কঠিন হবে। এমনকি মানুষ কবরস্থানে গিয়ে আরজু করবে, হায়! আমি যদি কবরবাসী হতাম (এ ফিতনা থেকে রক্ষা পেতাম)।

১০) মানুষ যাকাত প্রদানের প্রতি অনীহা প্রকাশ করবে এবং এটাকে ক্ষতি মনে করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

পুনরুত্থান ও হাশরের বর্ণনা

১১) লোক ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে কিন্তু ধর্মের জন্য নয়, দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে।

১২) পুরুষ স্বীয় স্ত্রীর বাধ্য হবে।

১৩) সন্তান মা-বাপের না ফরমানী করবে।

১৪) সন্তান বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মেতে থাকবে এবং মা-বাপকে অবজ্ঞা করবে।

১৫) মসজিদে লোকেরা শোরগোল করবে।

১৬) গান-বাজনা বৃদ্ধি পাবে।

১৭) পরের লোকেরা আগের লোকদের ভর্ৎসনা ও সমালোচনা করবে।

১৮) হিংস্র জন্তরা মানুষের সাথে কথা বলবে, চাবুকের চামড়া, জুতার তলি কথা বলবে। বাজারে যাবার পর ঘরে যা কিছু ঘটেছে তা বলে দিবে এমনকি স্বয়ং মানুষের রান ওকে জানিয়ে দিবে।

১৯) নিম্ন শ্রেণির লোকেরা যাদের ভাগ্যে পরণের কাপড় ও পায়ের জুতা জুটতোনা তারা বড় বড় অট্টালিকার মালিক হয়ে অহংকার করবে।

২০) দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে চল্লিশ দিনের মধ্যে মক্কা-মাদীনা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। এ চল্লিশ দিনের প্রথম দিন এক বছরের সমতুল্য হবে, দ্বিতীয় দিন এক মাসের মত, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের মত মনে হবে এবং অবশিষ্ট দিনগুলি চব্বিশ ঘন্টা হিসেবে হবে। সে খুব দ্রুত গতিতে পরিভ্রমণ করবে যেমন বাতাস মেঘরাশিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এর ফিত্‌নাটা খুবই মারাত্মক হবে। একটি বাগান ও একটি অগ্নিকুণ্ড যথাক্রমে বেহেশত ও দোযখ নামে ওর সাথে থাকবে। কিন্তু বাহ্যিক ভাবে যেটা দেখতে বেহেশতের মত মনে হবে, আসলে সেটা হবে অগ্নিকুণ্ড আর যেটা জাহান্নাম বলা হবে, সেটা হবে আরামের জায়গা। সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে। যে তার প্রতি ঈমান আনবে, তাকে তার সঙ্গে রক্ষিত কথিত বেহেশতে দেয়া হবে এবং যে অস্বীকার করবে তাকে কথিত জাহান্নামে দেয়া হবে।

আদর্শ মুসলিম মনিষী

হযরত ইব্রাহীম আদ্‌হাম রাদিয়াল্লাহু আনহু

হযরত ইব্রাহীম আদ্‌হাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নসিহত বাণী ঃ গায়েব থেকে কোন শুভ ঘটনা ঘটলে তিনি আনন্দে চীৎকার করে বলতেন, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্‌রা কোথায়? তাঁরা এসে দেখুক সর্বশক্তিমাদের একি রহস্যময় কাজ! এমনটি দেখলে তাঁরা রাজ্যের মোহ ও গর্বের জন্য লজ্জিত হতেন।

তিনি বলেন, যে কাম-রিপুর বশবর্তী, সে সত্য হয়। সরলতা ও সরল মন দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যায়। তিন অবস্থায় যার মন আল্লাহর দিকে হাজির না থাকে, তার জন্য সত্যের দরজা বন্ধ– ১) কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সময়, ২) নামায পড়ার সময়, ৩) যিকরের তথা সাধনার সময়।

হযরত ইব্রাহীম আদ্‌হাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, একটি পথে একখন্ড বড় পাথর দেখলাম। তার উপর লেখা ছিল– এটা উলিটয়ে পড়। পাথরখন্ড উলেট দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে যা তুমি জান, তা করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন সে মতে কাজ কর না? আবার যা জান না তা কেন অন্বেষণ কর না?

সাধকের মন থেকে তিনটি পর্দা উঠে গেলে আল্লাহর নৈকট্য লাভের দরজা খুলে যায়– ১) দুনিয়া ও আখিরাতের বাদশাহী পেয়েও সন্তুষ্ট না হওয়া অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশ্‌গুল থাকা। ২) তা কেড়ে নিলেও চিন্তিত বা দুঃখিত না হওয়া; কেননা, আল্লাহর সন্তুষ্টির বিরুদ্ধাচারণ করা তাঁর ক্রোধ ও গযবে পতিত হওয়ার লক্ষণ। তাঁর গযবে যে পড়েছে সে-ই শাস্তির উপযুক্ত। ৩) প্রশংসা ও দানের প্রতি আসক্ত না হওয়া; কারণ যে ব্যক্তি দানের লোভে পতিত হয়, সে কাপুরুষ এবং কাপুরুষ সর্বত্রই লাঞ্ছিত হয়। অতএব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বুকে সৎ সাহস থাকা প্রয়োজন।

ঘরোয়া চিকিৎসা

হিন্দী মাসিক পত্রিকা মাহে তাইবা

* মৌমাছি কামড় দিলে আঙুলে সামান্য থুথু নিয়ে তাতে ১১ বার দরূদ শরীফ পরে ফু দিয়ে কামড়ের স্থানে লাগালে আল্লাহর হুকুমে দরূদের ফযীলতে সাথে সাথেই বিষ বন্ধ হবে। অথবা, কামড়ের স্থানে টুথপেষ্ট লাগালেও জ্বালা কমে যাবে।

* কোন শিশুর হিচকি বন্ধ না হলে তাকে বিশুদ্ধ মধু চাখালে তার হিচকি বন্ধ হয়ে যাবে।

* অর্ধেক লেবুর রসের সাথে অল্প মধু এক গ্লাস জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে শরীরে রক্ত বাড়ে।

* কোন শিশুর দাঁত বের হতে অসুবিধা হলে মধুর সঙ্গে লবন মিশিয়ে সেই স্থানে লাগালে সহজেই শিশুর দাঁত বেরিয়ে আসবে।

* চোখের জ্যোতি বাড়ানোর জন্য গাজর অথবা গাজরের রস বেশি বেশি খেতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

পুনরুত্থান ও হাশরের বর্ণনা

২১) দাজ্জাল মৃতকে জীবিত করবে, তার নির্দেশে জমীন থেকে শস্য উৎপন্ন হবে, আসমান থেকে পানি বর্ষিত হবে, মানুষের গৃহপালিত পশু হৃষ্টপুষ্ট ও দুগ্ধবতী হয়ে যাবে। সে যখন অনাবাদী স্থান দিয়ে যাবে, সেখানকার খনিজদ্রব্যাদি মধু পোকার ঝাঁকের মত তার পেছন পেছন ছুটবে। এ রকম আরও অনেক কিছু দেখাবে। আসলে এসব যাদুরই কারসাজি এবং শয়তানের তামাশা; এর সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই। এ জন্যে সে চলে যাওয়ার পর মানুষের কাছে কোন নিদর্শন থাকবেনা। মক্কা-মদীনায় সে প্রবেশ করতে চাইবে। কিন্তু ফিরিশতা তার মুখ ফিরিয়ে দেবেন। (মিশকাত ৪৭৫ পৃঃ)

অবশ্য মদীনা শরীফে তিনবার ভুমিকম্প হবে এবং ওখানকার মুনাফিকরা দাজ্জালের উপর ঈমান আনবে এবং ভুমিকম্পের ভয়ে মদীনা শরীফের বাইরে চলে যাবে এবং দাজ্জালের সাথে যোগ দেবে। ইহুদীগণ দাজ্জালের ফৌজ হিসেবে থাকবে। দাজ্জালের কপালে আরবীতে লিখা থাকবে কাফ, ফে, রে অর্থাৎ কাফির। মুসলমানেরা এ লিখা পড়তে পারবে কিন্তু কাফিরেরা কিছু দেখবেনা।

যখন দাজ্জাল সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে সিরিয়ায় পৌছবে, এ সময় হযরত মসীহ আলাইহিস সালাম আসমান থেকে দামেস্কের জামে মসজিদের পূর্ব মিনারে অবতরণ করবেন। সেই সময় মসজিদে ফজরের জামাতের জন্য ইকামত বলা হবে। তিনি জামাতে শামিল হবেন এবং মুসাল্লীদের অনুরোধে তিনি নামায পড়াবেন। ঐ সময় সেই অভিশপ্ত দাজ্জাল হযরত ঈশা আলাইহিস সালাম এর নিঃশ্বাসের সুগন্ধে পানিতে লবন গলার মত গলতে থাকবে। যতদূর তাঁর দৃষ্টি যাবে, ততদূর নিঃশ্বাসের সুগন্ধ পৌছবে। দাজ্জাল পালাতে চেষ্টা করবে, কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তার পিছু নিবেন এবং তার পৃষ্ঠদেশে তীর নিক্ষেপ করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিবেন। (মিশকাত, পৃঃ ৪৭৩, ইবনে মাজা, পৃষ্ঠা ২৯৮)

(২২) আসমান থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণের ধরণটা উপরে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর যুগে মানুষের ধন সম্পদ খুব বেশী হবে। এমনকি কেউ কাউকে কিছু দিতে চাইলে, গ্রহন করবেনা। তখন পরস্পরের মধ্যে শত্রূতা, হিংসা-বিদ্বেষ একেবারে থাকবেনা। তিনি শুল ভেঙ্গে দেবেন এবং শুকর হত্যা করবেন। সমস্ত আহলে কিতাব, যারা হত্যা থেকে রক্ষা পাবে, তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর প্রতি ঈমান আনবে। (মিশকাত, পৃঃ ৪৭৯)

সারা বিশ্বে একমাত্র ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মাযহাবে আহলে সুন্নাত ব্যতীত আর কোন মাযহাব থাকবেনা। সাপ নেউলে একসাথে খেলবে, বাঘ ছাগল একসাথে আহার করবে। তিনি চল্লিশ বছরকাল রাজত্ব করবেন এর মধ্যে তিনি বিবাহ করবেন এবং ছেলে মেয়ে হবে। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁকে হুযুর আলাইহিস সালামের রওজা পাকের পাশে দাফন করা হবে। (মিশকাত, পৃঃ ৪৮০)

(২৩) হযরত ইমাম মাহদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর আবির্ভাব হওয়ার মোটামুটি ঘটনাটা হলো– যখন পৃথিবীর সব জায়গায় কাফির ক্ষমতাসীন হবে, তখন সমগ্র পৃথিবী হতে সমস্ত আবদাল, আওলিয়া কিরাম হেরমাইন শরীফাইনে হিজরত করবেন। শুধু সেখানেই ইসলাম থাকবে, বাকী সব জায়গা কুফর স্থানে পরিণত হবে। তখন রমযান মাস হবে। আবদালগণ কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে থাকবেন; হযরত ইমাম মাহদী রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁদের সাথে থাকবেন। আওলিয়া কিরাম তাঁকে দেখে চিনে ফেলবেন। এবং তাঁর থেকে বাইয়াত হতে চাইবেন। কিন্তু তিনি ধরা দিবেন না। তখন গায়েব হতে আওয়াজ আসবে– "হাযা খালীফাতুল্লাহিল মাহদীয়ে ফাসমায়ূ সাহু অ-আতিয়ূ।" (ইনি আল্লাহর খলিফা ইমাম মাহদী; তার কথা শোন এবং তাঁর আদেশ পালন কর। তখন সবাই তাঁর পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবেন। (মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৪৭১)

সেখান থেকে তিনি সকলকে সাথে নিয়ে সিরিয়ায় তশরীফ নেবেন। সে সময় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সেখানে অবস্থান করবেন। দাজ্জালকে কতল করার পর তাঁর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হবে– মুসলমানদেরকে তুর পাহাড়ে নিয়ে যাও, কেননা কিছু সংখ্যক এমন লোক বের হবে, যাদের সাথে মুকাবিলা করার কারো ক্ষমতা থাকবেনা। (মুসলিম শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০১)

(২৪) মুসলমানগণ তুর পাহাড়ে যাবার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে। তাদের সংখ্যা এত অধিক হবে যে তাদের প্রথম দলটি বহিরায়ে তিবরিয়া নামক হ্রদের (যার দৈর্ঘ্য দশ মাইল) পানি পান করে এমনভাবে শুকিয়ে ফেলবে যে পরবর্তী দল এসে কল্পনাও করতে পারবে না যে তথায় পানি ছিল। তারা পৃথিবীতে ঝগড়া বিবাদ, হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি থেকে যখন অবসর হবে, তখন বলবে পৃথিবীবাসীতো হত্যা করলাম, এবার আসমানবাসীকে হত্যা করতে হবে। এরপর তারা আসমানের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে।

রচয়িতার মতামতের সঙ্গে সম্পাদকের একমত হওয়া জরুরী নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

পুনরুত্থান ও হাশরের বর্ণনা

(২৪) খোদার কুদরতে তাদের (এ্যাজুজ-মাজুজ) তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে উপর থেকে ফিরে আসবে। তারা এ অবস্থায় থাবকে আর ঐদিকে তূর পাহাড়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সাথীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকবেন। তাঁরা এমন অভাবে পতিত হবে যে, তখন একটি গরুর মাথার মূল্য তাঁদের কাছে শত স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও অধিক মূল্যবান হবে। সেই সময় সাথীদেরকে নিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের শত্রুপক্ষের গর্দানে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করবেন, যার ফলে সবাই একই সাথে মারা যাবে। ওদের মারা যাবার পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পাহাড় থেকে অবতরণ করে দেখতে পাবেন সমগ্র যমীন তাদের লাশ ও দুর্গন্ধে ভরপুর, কোথাও কিঞ্চিত পরিমাণ জায়গা খালি নেই। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পুনরায় সাথীদের নিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা এক প্রকার পাখি পাঠাবেন। এ পাখিগুলো তাদের লাশগুলো অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে। মুসলমানেরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সাত বছরে জ্বালিয়ে শেষ করবে। এরপর বর্ষা আরম্ভ হবে এবং যমীনকে সমান করে ফেলবে অতঃপর যমীনকে নির্দেশ দেয়া হবে- 'অধিক ফসল ফলাও, আগের সেই বরকত ফিরিয়ে দাও।' আসমানকে নির্দেশ দেয়া হবে- পূর্ণ বরকত সহকারে বর্ষণ করো। তখন অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, একটি আনার অনেক লোকে খেয়ে শেষ করতে পারবেনা এবং এর খোলশের ছায়ায় দশজন লোক বসতে পারবে। দুধের মধ্যে এমন বরকত হবে যে, একটি উষ্টের দুধ একদল লোকের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি গাভীর দুধ বংশের সবাই পান করতে পারবে আর একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবার পরিতৃপ্তিসহকারে পান করতে পারবে। (মুসলিম ২য় খন্ড ৪০২ পৃঃ, তিরমিযী ৩২৫ পৃঃ)

(২৫) এক প্রকার ধোঁয়া বের হবে, যার ফলে যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

(২৬) এ সময় দাব্বাতুল আরদ বের হবে। এটি এক প্রকার জন্তু বিশেষ। এর হাতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি এবং হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর অংটি থাকবে। লাঠি দ্বারা প্রত্যেক মুসলমানের কপালে একটি নূরানী নিশান তৈরী করবে আর আংটি দ্বারা প্রত্যেক কাফিরের কপালে একটি জঘন্য কাল দাগ দিবে। ঐ সময় প্রত্যেক মুসলমান ও কাফিরকে প্রকাশ্য ভাবে চেনা যাবে। এ চিহ্ন কখনও পরিবর্ত হবে না। কাফির কখনও ঈমান আনবে না আর মুসলমান ঈমানের উপর অটল থাকবে। (ইবনে মাযা, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

(২৭) সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে। এ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এ সময় ইসলাম গ্রহণ করলে তা অগ্রাহ্য হবে। (মুসলিম শরীফ, খন্ড ২য়, পৃষ্ঠা ৪০৪, মিশকাত ৪৬৫ পৃঃ)

(২৮) হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর ইন্তেকালের পর যখন কিয়ামত হওয়ার বাকী আর মাত্র চল্লিশ বছর থাকবে, তখন এর প্রকার সুগন্ধময় ঠান্ডা হাওয়া প্রবাহিত হবে, যা মানুষের বগলের নীচে দিয়ে প্রবাহিত হবে। এর দ্বারা মুসলমানের জান কবজ হয়ে যাবে। তখন শুধু কাফিরগণই বেঁচে থাকবে এবং তাদের উপরই কিয়ামত কায়েম হবে।

কিয়ামতের এ কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা করা হলো, এর মধ্যে কিছু প্রকাশ পেয়েছে এবং কিছু এখনও বাকী আছে। সব লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর ও সুগন্ধময় শীতল বাতাসে সকল মুসলমানের মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে ঐ সময় কারো কোন সন্তান হবে না অর্থাৎ কিয়ামতের দিন চল্লিশ বছরের কম বয়সী কেউ থাকবেনা এবং সারা দুনিয়ায় শুধু কাফির আর কাফিরই থাকবে। আল্লাহর বিশ্বাসী বলতে তখন কেউ থাকবেনা। লোকেরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকবে, কেউ পানাহারে, কেউ শায়িতাবস্থায় থাকবে। হঠাৎ একদিন হযরত ইস্রাফীল আলাইহিস সালামকে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার নির্দেশ হবে। প্রথমেই শিঙ্গার আওয়াজ খুবই ধীরে হবে, ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। লোকেরা মনোযোগ দিয়ে সেই আওয়াজ শুনবে। পরে বেহুশ হয়ে পড়ে মারা যাবে। (মিশকাত ৪৮০ পৃঃ) আসমান যমীন, পাহাড়-পর্বত, এমনকি শিঙ্গা, হযরত ইস্রাফীল ও সকল ফিরশতাও ফানা হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত ঐ সময় আর কিছু থাকবে না। সেই সময় তিনি বলবেন- "আজ কার রাজত্ব? অহংকারী ও জুলুমবাজেরা আজ কোথায়? জবাব দেওয়ার মত কেউ আছ কি?" অতঃপর নিজেই বলবেন- "সর্ব শক্তিমান একমাত্র আল্লাহরই রাজত্ব বিরাজমান।" পুনরায় আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করবেন, হযরত ইস্রাফীলকে জীবিত করবেন এবং শিঙ্গা তৈরী করে দ্বিতীয় বার ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দিবেন। ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে আগে পরের সমস্ত ফিরিশ্‌তা, মানুষ, জিন ও পশু মওজুদ হয়ে যাবে। সর্ব প্রথম হুযূর আলাইহিস সালাম রওযা মুবারক থেকে বের হবেন। তাঁর ডানে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও বামে হযরত উমর ফারুক থাকবেন। অতঃপর মক্কা মুয়াজ্জামা ও মাদীনা তাইয়েবার কবরস্থানসমূহে যতজন মুসলমানকে দাফন করা হয়েছিল, তাঁদের সবাইকে সাথে নিয়ে তিনি হাশরের ময়দানে তশরীফ রাখবেন।

রচয়িতার মতামতের সঙ্গে সম্পাদকের একমত হওয়া জরুরী নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

পুনরুত্থান ও হাশরের (কিয়ামতের) বর্ণনা

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ১ ঃ কিয়ামত নিশ্চয় হবে। যে অস্বীকার করবে সে কাফির।

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ২ ঃ হাশর কেবল রূহের উপর হবেনা, বরং রূহ ও শরীর উভয়ের উপরেই হবে। যে বলে- রূহ উঠবে, শরীর জীবিত হবেনা সেও কাফির।

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ৩ ঃ দুনিয়াতে যে শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, সেই রূহের হাশর সেই শরীরে হবে। এমন নয় যে, কোন নতুন শরীর সৃষ্টি করে সেই রূহের সাথে সংযোজন করা হবে।

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ৪ ঃ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদিওবা মৃত্যুর পর বিভক্ত হয়ে যায় বা বিভিন্ন পশুর পেটে চলে যায়, আল্লাহ তাআলা সেসব বিচ্ছিন্ন অংশকে একত্রিত করে কিয়ামতের দিন উঠাবেন। কিয়ামতের দিন লোক নিজ নিজ কবর থেকে উলঙ্গ, খালি পা ও খতনাবিহীন অবস্থায় উঠবেন এবং কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ বাহনযোগে একাকী, কোনটায় দুজন, কোনটায় তিনজন, কোনটায় চারজন আবার কোনটায় দশজন আরোহন করে হাশরের ময়দানে গমন করবে (মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪৮৩)

কাফিরগণ মাথা নীচু করে হাশরের ময়দানের দিকে ধাবিত হবে। কাউকে ফিরিশ্‌তগণ গলা ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাবে, আর কাউকে আগুনের কুণ্ডে একত্রিত করবে। এই ময়দান সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন ভূমিকে এমন সমতল করা হবে যে, একপ্রান্তে একটি সরিষাদানা রাখলে, অপর প্রান্ত থেকে তা সুস্পষ্ট দেখা যাবে আর তখন ভূমিটা তামার তৈরী হবে। সূর্য এক মাইল দূরত্বের মধ্যে হবে। হাদীস বর্ণনা কারী বলেছেন যে, মাইল বলতে সত্যকার মাইলের দূরত্বকে বোঝানো হয়েছে, না সুরমার শসাইয়ের পরিমাণকে বোঝানো হয়েছে, তা তাঁর জানা নেই। যাহোক, মাইলের দূরত্বে হয়ে থাকলেও বা আর কত দূর। বর্তমান সূর্যের দূরত্ব চার হাজার বছরের পথ আর এখন সূর্যের পিঠটাই পৃথিবীর দিকে আছে। তা সত্ত্বেও সূর্যের তাপে দুপুরে ঘর থেকে বের হওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। আর সেদিন সূর্যের দূরত্ব হবে মাত্র এক মাইল এবং মুখটাও হবে আমাদের দিকে, তখন সূর্যের তাপ ও গরম কি রকম হবে, তা বলাই বাহুল্য। বর্তমান যমীনটা হচ্ছে মাটির, তা সত্ত্বেও গরমের সময় মাটিতে খালি পা রাখা যায় না। আর ঐদিন যখন যমীনটা হবে তামার এবং সূর্যটাও হবে মাত্র এক মাইল দূরত্বে, তখন কি ধরণের গরম হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আল্লাহর এ থেকে পানাহ চাই। এত বেশী করে ঘাম বের হবে যে, যমীনের সত্তর গজ নীচে পর্যন্ত ভিজে যাবে। এরপর যমীন যা চুষে নিতে পারবে না, তা উপরে জমে থাকবে। ঐ ঘাম কারো পায়ের গিরা, কারো হাঁটু, কারো কোমর, কারো বুক ও কারো গলা পর্যন্ত হবে। এ ঘাম কাফিরের মুখ পর্যন্ত পৌছে লাগামের মত হবে এবং এর মধ্যে হাবুডুবু খাবে। তখন কি ধরণের পিপাসা লাগবে, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কারো মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কারো কারো জিহবা মুখ থেকে বের হয়ে আসবে এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃত কাজ অনুযায়ী এ শাস্তি ভোগ করবে। যারা সোনা-চান্দির যাকাত দেননি, তাদেরকে সেসব অলঙ্কার খুবই গরম করে পাছায়, কপালে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যারা পশুর যাকাত দেয়নি, ঐসব পশু খুব তর-তাজা হয়ে এসে তাদেরকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে ও শিং দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে। মানুষের বিচার না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলবে। এভাবে অন্যান্য অপরাধের বেলায়ও শাস্তি দেওয়া হবে। সকলে এম মসিবতে থাকবে যে, কারো প্রতি কারোর তাকাবার অবকাশ থাকবে না। ভাই থেকে ভাই পালিয়ে যাবে, মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে ফেলে চলে যাবে আর স্বামী বৌ-বাচ্চা থেকে পৃথক হবে জান বাঁচাবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মসিবত নিয়ে অস্থির থাকবে। কারো সাহায্য কেউ করতে পারবে না। আদম (আইহিস সালাম) কে হুকুম করা হবে- হে আদম! দোযখীদেরকে পৃথক কর। তিনি আরয করবেন। কতজন থেকে কত পৃথক করবো। আদেশ হবে প্রতি হাজার থেকে নয়শত নিরানব্বই জন। তখন ছেলেরা দুশ্চিন্তায় বৃদ্ধের মত হয়ে যাবে, গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর লোকদেরকে নেশাগ্রস্থের মত মনে হবে, অথচ ভয়েই এরকম হবে। আল্লাহর আযাব সত্যিই বড় কঠিন। এ আযাবের কোন সীমা থাকবেনা। তখন সবার মুখে বাঁচাও বাঁচাও রব উঠবে এসব আযাব ২/৪ ঘন্টা বা ২/৪ দিন বা ২/৪ মাসের জন্য হবেনা বরং এর থেকে অনেক বেশী সময়ের জন্যে হবে। পঞ্চাশ হাজার বছরের সমতুল্য হবে কিয়ামতের দিন। (বুখারী শরীফ, পৃঃ ৬৪২)

একই অবস্থায় প্রায় অর্ধদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হাশরবাসীরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করবে- তাদের এ মসিবত থেকে উদ্ধার করার জন্য কোন একজন সুপারিশকারীর আশ্রয় নেওয়া যায় কিনা। শেষ পর্যন্ত সবাই পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম আমাদের সবার পিতা, আল্লাহর কুদরতী হাতেই তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে বেহেশতে স্থান দিয়েছেন এবং নবুয়াতের পদমর্যাদা দ্বারা ভূষিত করেছেন। তাঁর খেদমতেই আমাদের উপস্থিত হওয়া উচিত, তিনি আমাদেরকে এই মসিবত থেকে উদ্ধার করবেন। (ক্রমশঃ চলবে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

পুনরুত্থান ও হাশরের (কিয়ামতের) বর্ণনা

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ৫ ঃ হিসাব-নিকাশ যে হবে তা সত্য। মানুষের আমল সমূহের হিসাব করা হবে।

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ৬ ঃ হিসাবের অস্বীকারকারী কাফির। কাউকে গোপনীয়ভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে, "তুমি কি এই এই কাজ করেছো?" সে আরয করবে "হ্যাঁ , হে আল্লাহ! আমি এই এই কাজ করেছি।" এভাবে এদিকে সে মনে মনে ভাববে যে তার বুঝি রক্ষা নেই, তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমাবেন- আমি দুনিয়াতে তোমার পাপ গোপন করেছি এবং এখন ক্ষমা করে দিলাম।

কাউকে জিজ্ঞাসা করা হবে বজকন্ঠে। এভাবে যাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তাদের রক্ষা নেই। কোন কোন লোককে জিজ্ঞাসা করা হবে, "ওহে অমুক, তোমাকে কি আমি সম্মানিত করিনি? নেতৃত্ব দান করিনি? তোমার জন্য কি ঘোড়া, উট ইত্যাদির ব্যবস্থা করিনি? এসব ছাড়া প্রদত্ত আরো অনেক নিয়ামতের কথা জিজ্ঞাসা করা হবে। সব কিছুর কথা সে স্বীকার করবে। পুনরায় যখন জিজ্ঞাসা করবে, আমার সামনে তুমি যে উপস্থিত হবে, এটা কি তোমার স্মরণ ছিল? উত্তরে বলবে, 'জীনা'। তখন আল্লাহ বলবেন, "তুমি যেমন আমাকে স্মরণ করনি, আমিও তেমন তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছি।" (মিশকাত, পৃঃ ৪৮৫)

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ৭ ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ আমল নামা দেয়া হবে। নেককারদেরকে ডান হাতে, বদকারদেরকে বাম হাতে এবং কাফিরদের বুক চিরে বাম হাত পিছন দিকে বের করে আমলনামা দেয়া হবে। (মিশকাত, পৃঃ ৪৮৬)

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ৮ ঃ নবী করীম আলাইহিস সালামকে যে হাউজে কাউসার দান করা হয়েছে, তা সত্য। এ হাউজের পরিধি এক মাসের রাস্তার বরাবর। এর চারিপাড়ে মুক্তার আলোকবর্তিকা রয়েছে এবং চার কোণার চারটি মনোরম স্তম্ভ আছে। এর মাটি মেশক থেকেও অধিক পবিত্র এবং পানী বিতরণের পাত্রের সংখ্যা তারকারাজির সংখ্যা থেকেও অধিক। যে এর পানী পান করবে, সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। বেহেশত হতে দুটি পাইপের মাধ্যমে সবসময় হাউজে পানী পতিত হয়। পাইপ দুটির মধ্যে একটি স্বর্ণের এবং অপরটি চান্দির তৈরী। (মিশকাত, পৃষ্ঠা ৫৮৭)

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ৯ ঃ মীযান বা কিয়ামতের দিন আমলনামা পরিমাপ করার জন্য যে নিক্তি কায়েম করা হবে, তা সত্য। এর দ্বারা মানুষের নেক আমল ও বদ আমল পরিমাপ করা হবে। উল্লেখ্য যে, নেকীর পাল্লা ভারী হওয়া মানে উপর দিকে উঠে যাওয়া, দুনিয়াবী হিসেবমত নীচের দিকে ঝুঁকে পড়া নয়।

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ১০ ঃ আল্লাহ তাআলা হুযূর আলাইহিস সালামকে 'মকামে মাহমুদ' দান করবেন। আগের পরের সবাই হুযূরের গুণকীর্তন করবেন।

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ১১ ঃ হুযূর আলাইহিস সালামকে 'লেওয়ায়িল হামদ' নামক একটি ঝান্ডা দান করা হবে। সকল মুমিন, অর্থাৎ আদম আলাইহিস সালাম থেকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই এর নীচে জমায়েত হবেন। (মিশকাত, পৃঃ ৪৯০)

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ১২ ঃ পুলসিরাত সত্য। এটি দোযখের উপর বিস্তৃত, চুল থেকেও সুক্ষ্ণ ও তলোয়ার থেকেও তীক্ষ্ণ একটি পুল। বেহেশতে যাবার এইটিই একমাত্র পথ। সর্ব প্রথম হুযূর আলাইহিস সালাম এর উপর দিয়ে পার হবেন। অতঃপর অন্যান্য আম্বিয়া কিরাম, এরপর হুযূরের উম্মত, এরপর অন্যান্য উম্মতগণ এর উপর দিয়ে যাবেন। আমলের তারতম্য অনুসারে লোকেরা নানা ভাবে পুলসিরাত পার হবে। কেউ বিজলীর চমকের মত পার হয়ে যাবে, কেউ প্রবল বায়ুর মত, কেউ উড়ন্ত পাখির মত, কেউ ঘোড় দৌড়ের মত, কেউ মানুষের দৌড়ের মত, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ পিপীলিকার মত পার হয়ে যাবে। পুলসিরাতের দু পার্শ্বে বড় আকারের আঁকশি ঝুলানো থাকবে। যেই ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম হবে, সেই ব্যক্তিকে ধরে ফেলবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষত বিক্ষত হয়ে রেহাই পাবে এবং কতেককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এক দিকে সমস্ত হাশরবাসী পুলসিরাত পার হতে ব্যস্ত থাকবে। আর অপরদিকে গুনাহগারদের সুপারিশকারী আমাদের প্রিয় নবী হুযূর আলাইহিস সালাম তাঁর গুনাহগার উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দুআ করতে থাকবেন- "হে খোদা তাদেরকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।" শুধু এ সময় নয়, ঐ দিন তিনি সর্বক্ষণ এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবেন। কোন সময় তিনি মিযানের কাছে তশরীফ নিয়ে যাবেন। আবার সাথে সাথে দেখতে পাবেন, তিনি হাউজে কাউসারের পাড়ে তশরীফ নিয়ে গেছেন এবং তৃষ্ণার্তদেরকে পানি পান করাচ্ছেন। ওখান থেকে তিনি আবার পুলসিরাত আসবেন এবং পড়ে যাচ্ছে এমন লোককে রক্ষা করবেন। মোট কথা ঐদিন তিনি সব জায়গায় আনাগোনা করতে থাকবেন। যেদিকে যাবেন লোকেরা তাকে আহ্বান করবে। এবং তাঁর সাহায্য কামনা করবে।

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ১৩ ঃ হাজার হাজার বছর আগে বেহেশত দোযখ তৈরী করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা মজুদ আছে। এ রকম নয় যে এখনও তৈরী করা হয়নি, কিয়ামতের দিন তৈরী করা হবে।

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ১৪ ঃ বেহেশত ও দোযখ সত্য। এর অস্বীকারকারী কাফির।

কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা নং ১৫ ঃ কিয়ামত, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব, সওয়াব, আযাব, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির অর্থ তা-ই, যা মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের অ-আ-ক-খ

বেহেশতের বর্ণনা

জান্নাত এমন একটি বাসস্থান, যা আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের জন্য তৈরী করেছেন। ওখানে এমন সব নিয়ামত রয়েছে, যা মুষ্টিমেয় আল্লাহর খাস বান্দা বিশেষ করে আমাদের নবী করীম আলাইহিস সালাম ছাড়া কেউ কখনো দেখেনি, শোনেনি, এমনকি কল্পনাও করেনি। এর বর্ণনার জন্য যেসব উদাহরণ দেয়া হবে, তা কেবল বোঝানোর জন্য। নচেৎ দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট জিনিষও বেহেশতের কোন সাধারণ জিনিষের সাথেও তুলনা হয় না। সেখানকার কোন মহিলা যদি দুনিয়ার দিকে একটু উঁকি মেরে দেখে, তাহলে জমীন থেকে আসমান পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে, সমগ্র এলাকা সুগন্ধময় হয়ে যাবে এবং চাঁদ-সূর্যের আলো নিস্প্রভ হয়ে যাবে। ওদের ওড়নার সাথে তুলনা করার মতও দুনিয়াতে কিছু নেই। (মিশকাত ৪৯৫ পৃঃ)

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, যদি কোন হুর জমীন ও আসমানের মাঝখানে হাতটি বের করে, তাহলে এর সৌন্দর্যের মোহে সবাই মাতোয়ারা হয়ে যাবে, আর ওড়নাটা প্রদর্শন করলে এর রূপের সামনে সূর্য এমন হয়ে যাবে, যেমন সূর্যের সামনে চেরাগ। বেহেশতের নখ পরিমাণ কোন জিনিষও যদি দুনিয়াতে প্রকাশ করা হয়, তাহলে আসমান-জমীনের সবকিছু এর দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং বেহেশতের কোন মহিলার কঙ্কণ যদি দুনিয়াতে প্রদর্শিত হয়, তাহলে সূর্যের আলো এমনভাবে নিস্প্রভ হয়ে যাবে, যেমনি ভাবে সূর্যের দ্বারা তারকারাজির আলো বিলীন হয়ে যায়। (মিশকাত ৪৯৭ পৃঃ)

বেহেশতের একটি লাঠি রাখার পরিমাণ জায়গাও দুনিয়া ও দুনিয়াবী সব কিছু থেকে উৎকৃষ্ট।

বেহেশতের আয়তন সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলই জানেন। তবে মোটামুটি ভাবে এতটুকু বর্ণিত আছে যে, এক একটি বেহেশতের একশটি দরজা হবে এবং প্রত্যেক দরজার আয়তন হবে আসমান-জমীনের দূরত্বের সমতূল্য। আর যে দরজার রেওয়ায়েত স্মরণ নেই, সেটার আয়তন কতটুকু, তা বলা মুস্কিল। তবে তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সমস্ত বিশ্বের জন্য একটি দরজাই যথেষ্ট। বেহেশতে এমন একটি গাছ আছে যার ছায়া কোন দ্রুতগামী ঘোড় সওয়ারী একশ বছরেও অতিক্রম করতে পারবেনা। বেহেশতের দরজা সমূহ এত প্রশস্ত হবে যে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার পক্ষে দরজার এক পার্শ্ব থেকে আর এক পার্শ্বে যেতে সত্তর বছর সময় লাগবে। তবুও প্রবেশকারীদের এত ভিড় হবে যে এদিক সেদিক ফেরার অবকাশ থাকবে না। বেহেশতের দরজা অতি ভিড়ের কারণে মরমর শব্দ করবে। ওখানে নানা প্রকারের মনিমুক্তা খচিত প্রাসাদ সমূহ রয়েছে। সেগুলো এমন স্বচ্ছ ও পরিস্কার যে বাইর থেকে ভেতরের অংশ এবং ভেতর থেকে বাইরের অংশ দেখা যায়। বেহেশতের দেয়ালগুলো সোনা-চাঁদির ইট ও মেশকের সিমেন্ট দ্বারা তৈরী। একটি স্বর্ণের ইটের পর একটি চাঁদির ইট এভাবে দেয়ালের গাঁথুনি হয়েছে। আর প্রাসাদের মেঝেটা হচ্ছে জাফরান ও মণিমুক্তার পাথর দ্বারা তৈরী। (মিশকাত ৭৯৭ পৃঃ)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আদন নামের বেহেশতের দালানের একটি ইট শ্বেত বর্ণ মুক্তার, অপরটি লাল ইয়াকুত পাথরের, আর একটি জমরূদ বা পাতলা সবুজ পাথরের এবং এগুলোকে মেশক দ্বারা জোড়া লাগানো থাকবে। বেহেশতে ঘাসের পরিবর্তে জাফরানই থাকবে আর মাটিটা হবে মুক্তার কঙ্কর ও আম্বর দ্বারা তৈরী। বেহেশতে ষাট মাইল উচ্চতা বিশিষ্ট মুক্তা খচিত একটি তাবু থাকবে। (মিশকাত ৪৯৬ পৃঃ)

বেহেশতে যথাক্রমে পানি, দুধ, মধু ও শরাবের চারটি সাগর আছে। এসব সাগর থেকে ছোট-ছোট নদী উৎপত্তি হয়ে প্রতিটি প্রাসাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ওখানকার নদীনালা মাটি খনন করে প্রবাহিত হবে না বরং মাটির উপর দিয়েই প্রবাহিত হবে। এর এক পার্শ্ব হবে মুক্তার তৈরী এবং অপর পার্শ্ব হবে ইয়াকুত পাথরের তৈরী। আর মাটিটা খাঁটি মেশকের তৈরী। ওখানকার শরাব দুনিয়ার শরাবের মত নয়। দুনিয়ার শরাবে দুর্গন্ধ ও নেশা আছে; শরাবীগণ হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও রাস্তাঘাটে মাতলামী করে। এসব থেকে বেহেশতী শরাব মুক্ত ও পবিত্র। বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে সব রকমের মজাদার খাবার পাবে। যেটা খেতে ইচ্ছে করবে, সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসে উপস্থিত হয়ে যাবে। কোন পাখী দেখে যদি এর মাংস খেতে ইচ্ছে হয়, তখনই ওটা ভুনা মাংস হয়ে সামনে এসে যাবে। পানি ইত্যাদি পান করা চাহিদা মোতাবেক পানি বা দুধ বা শরাব অথবা মধু হবে। চাহিদার অতিরিক্ত এক ফোঁটাও হবে না। পান করার পর নিজ থেকেই যেখান থেকে এসেছে, সেখানে চলে যাবে। বেহেশতে ময়লা-আবর্জনা, পায়খানা-প্রশ্রাব, থুথু, নাক কানের ময়লা কিছুই থাকবে না। (মিশকাত ৪৯৬ পৃঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib